"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) - ২য় পর্যায় প্রকল্প

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায় প্রকল্প

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

২০২০

বাস্তবায়নেঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তায়ঃ

WFP World Food Programme

THE 2020 NOBEL PEACE PRIZE LAUREATE

প্রারম্ভিক

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার একটি করে নির্ধারিত উপজেলাতে অর্থাৎ মোট ৬৪ টি উপজেলাতে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২। ভিজিডি ২০২১-২০২২ চক্রের জন্য নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে বাছাইকৃত ১ লক্ষ অতি দরিদ্র নারীদের এই প্রকল্পের আওতায় সহায়তা প্রদান করা হবে যাতে করে তারা নিজেদের পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপার্জনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন। সহায়তার অংশ হিসেবে প্রকল্প হতে এককালীন অর্থ প্রদানের পাশাপাশি উপকারভোগী মহিলাদের কার্যকর উপায়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও উপকারভোগী নারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত (এসবিসিসি) কৌশল অনুসরণ করে জীবন মান উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গ্রামীণ দুঃস্থ ও দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে উপরোক্ত মোড়কে সহায়তা প্রদানের পাশপাশি আইসিভিজিডি প্রকল্পের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি)' নামক দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। ভিজিডি'র কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-২০১৫ তে ভিজিডি কর্মসূচিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার পূর্বক ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচিতে রূপান্তরের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আইসিভিজিডি প্রকল্পের মাধ্যমে এনএসএসএস প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে আইসিভিজিডি ও ভিজিডি কর্মসূচি একীভূত হয়ে ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হবে।

আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আইসিভিজিডি প্রকল্পের ১ম পর্যায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়ন নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে এবং ২য় পর্যায়ের প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি প্রথমে ইংরেজিতে প্রস্তুত করা হয় যা প্রকল্পের প্রথম প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (পিআইসি)'র সভায় অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভা বিগত ২ মার্চ ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি ইংরেজি থেকে বাংলাতে অনুবাদ করা হয়। বাংলা সংস্করণটি বিগত ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের প্রথম 'প্রোজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র সভার অনুমোদন করা হয়। উক্ত পিএসসি সভায় সভাপতিত্ব করেন সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উক্ত সভায় আরো সুপারিশ করা হয় যে ভবিষ্যতে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকার বাংলা এবং ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে অর্থগত বিরোধ সৃষ্টি হলে ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে। উল্লেখিত পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যবিবরণী এই নির্দেশিকার শেষভাগে যথাক্রমে 'সংযোজনী খ' এবং 'সংযোজনী গ' তে যুক্ত করা হয়েছে।

সূচিপত্র

১	পটভূমি	৭
২	ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্প	৭
২.১	আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায়	৭
২.২	উদ্দেশ্য, ফলাফল, প্রভাব	৮
৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল	৯
৩.১	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) গঠন প্রকৃতি ও ভূমিকা	৯
৩.২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) গঠন ও কার্যপরিধি	১০
৩.৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা ও দায়িত্ব	১০
৩.৪	ভিজিডি কর্মসূচির প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিটের কার্যপরিধি	১২
৩.৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মশিবিম) এর ভূমিকা ও দায়িত্ব	১৫
৩.৬	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ভূমিকা ও দায়িত্ব	১৫
৩.৭	বাস্তবায়নকারী এনজিওদের দায়িত্ব	১৫
৩.৭.১	বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সেবা চার্জ পরিশোধ	১৬
৩.৮	লীড এনজিও এর দায়িত্ব ও ভূমিকা	১৭
৪	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট ও মূল কার্যক্রমসমূহ	১৭
৪.১	আইসিভিজিডি কর্মসূচি ৬৪ উপজেলায় সম্প্রসারণ	১৮
৪.২	আইসিভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	১৮
৪.৩	৪০০০ সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (এসএইচজি) গঠন	২০
৪.৪	কন্ট্যাক্ট উইমেন	২১
৪.৫	উপকারভোগীদের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা	২২
ক	*বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন (এমডিএইচডি)*	২২
খ	*উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ*	২২
গ	*ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ*	২৩
ঘ	*ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ*	২৩
ঙ	*আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতা*	২৩
চ	*জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ*	২৪
৪.৫.১	সক্ষমতা বৃদ্ধির ধরণ/পদ্ধতি	২৪
৪.৬	আইসিভিজিডি উদ্যোক্তাগণের জন্য ব্যবসা সহায়তা সেবা	২৫
ক	*ভ্যালু চেইন ও বাজার বিশ্লেষণ*	২৫
খ	*জেন্ডার বিশ্লেষণ*	২৫
গ	*সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব উন্নয়ন*	২৫
ঘ	*অর্থসংস্থান/তহবিল সংস্থান*	২৫
৪.৭	নমনীয় সঞ্চয় স্কীম	২৫
৪.৮	আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থিক অনুদান	২৫
৪.৯	উপকারভোগীদের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল	২৬
৫	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	২৬
৬	পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন	২৭
৬.১	ব্যবহারিক গবেষণা ও কর্মসূচির ফলাফল নিরুপণ	৩১
৭	উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩১
৮	গুরুতর তহবিল তসরুফ সমস্যার নিরসণ	৩২
৯	অডিট	৩২
১০	আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় উত্তরণ কৌশল	৩৩
১১	গ্যান্টচার্ট আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায়	৩৩
১২	সংযোজনী	৩৫

১। পটভূমি ঃ

দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আয় সহায়তা, সাময়িকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্য সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দ্বারা বাস্তবায়নাধীন। দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রথম শুরু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা। পরবর্তী সময়ে কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্যের দিক বিবেচনায় নিয়ে এ কর্মসূচি বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বর্তমানে, ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীগণ হলেন গ্রামের গরীব মহিলা যাদের কোন প্রকার নিয়মিত আয়ের উৎস নেই।

দারিদ্র্য বিমোচন ও বিনিয়োগের ফলাফল প্রাপ্তির বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহকে আরো বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করেছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য এনএসএসএস ''জীবন চক্র বা লাইফ সাইকেল এপ্রোচ" পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতির আওতায় একই ধরণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সমূহকে এমনভাবে সমন্বয় ও সুসংহত করা হবে যাতে একজন ব্যক্তি তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন সেগুলো সহজেই মোকাবেলা করতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ভিজিডি ও মহিলাদের জন্য বিদ্যমান অন্যান্য ভাতা কর্মসূচিকে একীভূত করে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) নামে একটি কর্মসূচির নকশা প্রদান করেছে। একীভূত করণ ছাড়াও, এ কর্মসূচি বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও পরিচালনা সংক্রান্ত সংস্কার করবে যাতে সুবিধাভোগী নির্বাচনের বর্তমান ত্রুটিসমূহ কমিয়ে আনা যায় ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভিজিডি কর্মসূচি ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এগোবে যাতে এটি 'ভিডব্লিউবি' কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

২. ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্প ঃ

নারীদের মধ্যে তীব্র-ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমস্যা টেঁকসই এবং সাশ্রয়ী ভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য ভিজিডি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভিজিডি কর্মসুচির মাধ্যমে সরকার গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য সহায়তা (২ বছরের জন্য মাসিক ৩০ কেজি হারে চাল, কিছু জায়গায় পুষ্টি চাল), এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও এই নারীরা দলভিত্তিক সঞ্চয় পরিকল্পনার সাথে যুক্ত থাকেন এবং তাদের আয়-বর্ধনমূলক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হয় (উদাঃ ক্ষুদ্র-ঋণ)। কর্মসূচিটিকে এর উদ্দেশ্যের সাথে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি করা হয় যা কর্মসূচিটির বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে। এই স্টাডির ফলাফল অনুযায়ী এবং উপকারভোগীরা ভিজিডি কর্মসূচি থেকে জীবন দক্ষতা ও আয় বর্ধন মূলক যেই প্রশিক্ষণগুলো পায় সেগুলো আরো কাজে লাগানোর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ভিজিডি ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় ২০১৫-২০১৮ সালের দিকে প্রাথমিকভাবে ৮টি উপজেলায় আইসিভিজিডি (ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট) প্রকল্প শুরু করা হয়। আইসিভিজিডি প্রকল্পে দুঃস্থ মহিলাদেরকে তাদের পছন্দের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, এই প্রশিক্ষণ কৌশলকে আরো যথাযথ করার জন্য এর মধ্যে নতুন ধারণা (উদাঃ উদ্যোক্তা উন্নয়ন) ও নতুন ধরণের আয়বর্ধক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উন্নত কৌশলে উপকারভোগীদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনার দক্ষতার পাশাপাশি উন্নত জীবন ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রকল্প যেসকল অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলাদের সাহায্য করে তাদের মধ্যে টেঁকসই এবং লক্ষ্যণীয় মাত্রায় দারিদ্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

২.১ আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায় ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্য বিবেচনায় নিয়ে, এর অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচিটি নতুন নতুন এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এককথায় বলতে গেলে এটি ছিলো আইসিভিজিডি ১ম পর্যায় কর্মসূচির সাথে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কর্মসূচিটিকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল, উপকারভোগীদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ব্যবসা সহায়তা প্যাকেজের ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়। প্রায় এক লক্ষ ভিজিডি উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করে প্রাথমিকভাবে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় কর্মসূচি ৬৪ জেলার ৬৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। এ

প্রকল্প থেকে লব্ধ জ্ঞান ও ফলাফল ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ গাইডলাইনটি আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায় বাস্তবায়ন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে। আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায় প্রকল্পের সহায়তা প্যাকেজে নিম্নলিখিত সেবা সমূহ অন্তর্ভুক্তঃ

- পুরো ভিজিডি চক্রের প্রতিমাসে একজন উপকারভোগী সাধারণ চালের পরিবর্তে ৩০.৩ কেজি পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ চাল পাবেন;
- উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সক্ষমতা উন্নয়ন ও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিবিড় সহায়তা;
- একটি আয় বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রত্যেক উপকারভোগীকে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা নগদ সহায়তা প্রদান;
- উপকারভোগীদের পুষ্টি গ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগ এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা।

২.২ উদ্দেশ্য, ফলাফল, প্রভাব ঃ

এই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমানের উন্নতি সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- টেকসই জীবিকার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্রের আওতায় এক লক্ষ হতদরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান;
- সম্পদ অর্জন ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এক লক্ষ হতদরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে এমন সুযোগ সৃষ্টি;
- এক লক্ষ হতদরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারের পুষ্টি গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত আচরণের উন্নতি সাধন;
- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ভিজিডি কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও কর্মসূচির কার্যকারিতার বিকাশ ঘটানো এবং এটিকে সমাজের দুঃস্থ মহিলাদের জন্য একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পরিণত করা।

এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে নিম্নবর্ণিত ফলাফল বা আউটপুট অর্জিত হবে ঃ

- আইসিভিজিডি মহিলাগণ বিনিয়োগ তহবিল/সহায়তা লাভ করবেন;
- আইসিভিজিডি মহিলাগণ পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল পাবেন;
- আইসিভিজিডি মহিলাগণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ লাভ করবেন, Off Firm and on Firm উভয় ক্ষেত্রে;
- আইসিভিজিডি মহিলাগণের সাথে আর্থিক সেবাসমূহের সংযোগ ঘটবে যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা দলীয় সঞ্চয় করতে পারবেন।
- আইসিভিজিডি মহিলাগণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর প্রশিক্ষণ লাভ করবেন;
- আইসিভিজিডি মহিলাগণ "দল ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ লাভ করবেন।

কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে নিম্নলিখিত পরিণতি অর্জিত হতে পারে ঃ

- গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের উন্নত জীবিকার সংস্থান;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন;
- বাংলাদেশের গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের পুষ্টিমান, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি আচরণের উন্নয়ন।

প্রকল্পের পরিকল্পিত পরিণতি অর্জন হলে এটি দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য যথা গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এ প্রকল্পের সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এই তিনটি অফিসের প্রধান কার্যালয়সমূহ প্রকল্পের কৌশলগত ও নীতিগত দিক খেয়াল রাখবে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মবিঅ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (মশিবিম) অনুমোদন সাপেক্ষে, ৬৪ জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৩২টি এনজিও নিয়োজিত করবে। প্রতিটি এনজিও দুটি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। এ ৩২টি এনজিওর কাজ সমন্বয় ও তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ডব্লিউএফপি ৬টি লীড এনজিও নিয়োগ করবে। লীড এনজিও ও স্থানীয় এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। লীড ও স্থানীয় এনজিওসমূহ তাদের কাজের জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহি করবে। আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইসিভিজিডি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও ভিজিডি ইউনিট প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের সাথে কাজ করবে। কর্মসূচির অগ্রগতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন কালে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হয়েছে।

৩.১ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) গঠন প্রকৃতি ও ভূমিকা ঃ

প্রকল্প ইউনিট প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) নিকট জবাবদিহি করবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পিএসসি থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও নীতিগত সহায়তা গ্রহণ করবে। পিএসসি সরকারের নীতি ও উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবে। পিএসসি-এর গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপঃ

১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সভাপতি;
২. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর - সদস্য;
৩. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য;
৪. প্রতিনিধি, সমাজসেবা বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য;
৫. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ-সদস্য;
৬. প্রতিনিধি, সেক্টর ডিভিশন, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন-সদস্য;
৭. প্রতিনিধি, আইএমইডি-সদস্য;
৮. প্রতিনিধি, ইআরডি-সদস্য;
৯. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১০. উপসচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১১. উপপ্রধান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১২. সিনিয়র সহকারী সচিব (সংশ্লিষ্ট শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১৩. সিনিয়র সহকারী চীফ (সংশ্লিষ্ট শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১৪. উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর-সদস্য;
১৫. প্রকল্প পরিচালক-সদস্য-সচিব।

পিএসসি কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রমের অর্জন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ইস্যু উদ্ভুত হলে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন;
৩. প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন;
৪. পিআইসি কর্তৃক কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
৫. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
৬. কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বছরে ২ বা তার অধিক সভা আয়োজন;

৭. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) গঠন ও কার্যপরিধি ঃ

প্রকল্প পরিচালনা সংক্রান্ত কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধান করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে। কমিটি বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-সভাপতি;
২. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
৩. উপসচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
৪. উপ প্রধান (পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
৫. অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-সদস্য;
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন), সংশ্লিষ্ট শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
৭. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), সংশ্লিষ্ট শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
৮. প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন (স্কাই সোয়াম উইং)-সদস্য;
৯. প্রতিনিধি, আইএমইডি (সংশ্লিষ্ট শাখা)-সদস্য;
১০. উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর-সদস্য;
১১. গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা), সংশ্লিষ্ট শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;
১২. প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-সদস্য;
১৩. প্রকল্প পরিচালক সদস্য-সচিব।

পিআইসি কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করবে এবং প্রয়োজনে আরো সভা আয়োজন করা যেতে পারে;
২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪. কারিগরী প্রতিবেদন পর্যালোচনা, বিশেষ করে গবেষণা বা এ ধরণের প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশ/মতামত প্রদান;
৫. কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান;
৬. সে সকল বিষয় পিআইসি কর্তৃক নিরসন করা সম্ভব নয়, সেগুলো পিএসসি-এর নিকট উপস্থাপন;
৭. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
৮. কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রম ভিত্তিক ও আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
৯. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.৩ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এই প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ। আইসিভিজিডি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঢাকাস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বসবে। আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের পিআইসি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের পরিচালক কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। বাস্তবায়নকারী এনজিও, লীড এনজিও, উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহযোগিতায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ৬৪ উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সাধারণত নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করবেনঃ

১. প্রকল্পের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, এবং বাস্তবায়ন;
২. এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণের জন্য খাদ্য এবং এ সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ প্রদান;
৪. সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নগদ সহায়তার উদ্দেশ্যে টাকা প্রদান ব্যবস্থা নিয়ে সমন্বয় সাধন এবং উপকারভোগীদের মাঝে সময়মত অর্থ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

৫. প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্তে প্রতিবেদন তৈরী ও দাখিল;
৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ;
৮. প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্থানীয় এনজিও নির্বাচন করা;
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
১০. সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ মোতাবেক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) চালু করা এবং এ সংক্রান্ত পরিচালনা পদ্ধতি তৈরি করা;
১১. আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ভিজিডি কর্মসূচির সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) কর্তৃক কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি সমন্বয় করা এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল নির্দেশিকা অনুসরণ করে ভিজিডি কর্মসূচিকে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচিতে রুপান্তরকরণ;
১২. মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে কাজ করার জন্য জেলা পর্যায়ে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান যারা জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, স্থানীয় এনজিও, এবং অন্যান্য স্টাফদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;
১৩. ভিজিডি কর্মসূচির পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ আইসিভিজিডির প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং ভিজিডি ও আইসিভিজিডির মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
১৪. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ভিজিডি কমিটিতে আইসিভিজিডি-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং আইসিভিজিডি কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য অবহিত করবেন;
১৫. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভিজিডি কমিটিসমূহ আইসিভিজিডি কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজনীয় সহায়তা/সহযোগিতা করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত হবে। ডিপিপি এর ধারা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারি নিয়োগ দিবে। নিয়োগকৃত জনবল ডিপিপি-তে বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অথবা প্রোগ্রাম অফিসারের কার্যপরিধি ঃ

১. সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
২. বাস্তবায়নকারী এনজিও, লীড এনজিও, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও ডব্লিউএফপি'র সাথে কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবেন;
৩. নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্বাচন শর্ত অনুযায়ী ভিজিডি পুল থেকে আইসিভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন;
৪. প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে ৪ বার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন;
৫. সরেজমিন পরিদর্শনের সময় অন্ততপক্ষে ২টি প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুণগতমান সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করবেন;
৬. আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ভিজিডি কর্মসূচির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ করবেন;
৭. গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি) সিস্টেমের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মধ্যে নগদ সহায়তা প্রদানের পে-রোল প্রস্তুত করবেন;
৮. নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক এনজিওদের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি যাচাই সাপেক্ষে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;
৯. লীড এনজিও ও বাস্তবায়নকারী এনজিওদের সমন্বয়ে এভিডেন্স সংগ্রহে সহায়তা করা (উদাহরণ স্বরুপ-যৌথ পরিদর্শন, মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ);
১০. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্তৃক নিয়োজিত কন্টাক্ট উইমেনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন;
১১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কন্টাক্ট উইমেনের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে পরামর্শ দেবেন;

১২. বাস্তবায়নকারী এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে লীড এনজিওদের সাথে সমন্বয় করবেন;
১৩. লীড এনজিও কর্তৃক আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজিত আইসিভিজিডি -২য় পর্যায় মডিউল সম্পর্কিত টিওটি (প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ) সেশনে অংশগ্রহণ করবেন;
১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোন ইস্যু মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে স্থাপিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটকে অবহিত করবেন;

উপর্যুক্ত দায়িত্ব ছাড়াও, কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যপরিধি ঃ

- সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রতি মাসে বিভিন্ন ইউনিয়নে অন্তত ২টি সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন;
- প্রতি মাসে সরেজমিন পরিদর্শনে অন্তত ১টি প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থিত থাকা এবং নিদিষ্ট ছক অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে প্রতিবেদন দেয়া;
- ভিজিডি কর্মসূচির পদ্ধতি অনুসরণ করে উচ্চ পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল আইসিভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা;
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে এভিডেন্স সংগ্রহে সহায়তা করা (উদাঃ যৌথ পরিদর্শন অথবা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ);
- আঞ্চলিক পর্যায়ে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় মডিউল সম্পর্কিত আয়োজিত টিওটি (প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ) সেশনে অংশগ্রহণ করা;
- প্রকল্প সংক্রান্ত যেকোন ইস্যুর বিষয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে স্থাপিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটকে অবহিত করা।

উপর্যুক্ত দায়িত্ব ছাড়াও, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন।

৩.৪ ভিজিডি কর্মসূচির প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিটের কার্যপরিধি ঃ

ইতোমধ্যে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভিজিডি কর্মসূচির কাঠামোর মধ্যেই আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনা অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচিসহ দুঃস্থ মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য ভাতা কর্মসূচি একীভূত করে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচিতে রুপান্তর করা হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ধারণা অনুসারে আইসিভিজিডি প্রকল্প হলো ভিজিডির একটি সংশোধিত সংস্করণ। আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভিজিডি পিএসইউ আইসিভিজিডি প্রকল্প ইউনিটকে সকল ধরনের সহযোগিতা করবে।

এক্ষেত্রে সে সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন তা হলো ঃ

- সব সময়ের মত ভিজিডির কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা ভিজিডি কমিটি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ও ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি ভিজিডির সাধারণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে;
- আইসিভিজিডি প্রকল্পের আওতায় ৬৪ উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হবে। যেহেতু ভিজিডি কর্মসূচি ইতোমধ্যে এই ৬৪ টি উপজেলা সহ বিভিন্ন জায়গায় পুষ্টি চাল বিতরণ করছে, সেহেতু এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই আইসিভিজিডির সকল উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হবে;
- প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ, ও পদ্ধতিগত সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে ভিজিডি পিএসইউ আইসিভিজিডি প্রকল্প সহ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

ভিজিডি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি আইসিভিজিডি প্রকল্পের জন্য নিম্নবর্ণিত সহায়তা প্রদান করবে ঃ

- ভিজিডি ও আইসিভিজিডি কর্মসূচির বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে;

- আইসিভিজিডি প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও ভিজিডি ও আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টি চাল বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দকরণ;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা;
- ভিজিডি কর্মসূচি ও আইসিভিজিডি প্রকল্পে পুষ্টির বিষয়টি মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে আলোচনা;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, এবং সহযোগী এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা;
- ভিজিডি ও আইসিভিজিডি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সাফল্য পর্যালোচনা।

ভিজিডি নির্বাহী কমিটি আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে ঃ

- কমিটির ষান্মাসিক সভায় ভিজিডি ও আইসিভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে;
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরি করা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচির বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজন;
- পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূলতা, ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;
- প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- নগদ সহায়তা স্থানান্তরসহ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বেইজলাইন সার্ভের ফলাফল পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনজিওর কার্যক্রম পর্যালোচনা, উদ্ভূত সমস্যা নিরসন এবং প্রয়োজনে তা কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুপারিশসহ প্রেরণ।

আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পে জেলা ভিজিডি কমিটির ভূমিকা ঃ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, নির্দেশিকা ও পরিপত্র এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভিজিডি ও আইসিভিজিডি-এর সফল ও কার্যকর পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধান করা;
- আইসিভিজিডি প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এ কার্যক্রম সমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ভিজিডি ও আইসিভিজিডি মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল সঠিক পরিমাণে গুণগত মান নিশ্চিত করে সময়মত বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় পরিশোধের বিষয়ে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করে তা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী এনজিও ও লীড এনজিও এর সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন।

উপজেলা ভিজিডি কমিটির দায়িত্বাবলী ঃ

- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের চূড়ান্ত তালিকা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- আইসিভিজিডি কর্মসূচির সাথে বাস্তবায়নকারী এনিজওর কার্যকর সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া;
- দারিদ্রের ঘনত্ব বিবেচনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে আইসিভিজিডি প্রকল্পের কার্ড বরাদ্দ দেয়া;
- কোন প্রকার সেবা চার্জ বা অর্থ ব্যতিরেকে যাতে আইসিভিজিডি কার্ড নির্বাচিত মহিলাদের নিকট বরাদ্দ দেয়া হয় তা নিশ্চিত করা;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিযুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে আলোচনা করে তাদের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে সম্মত হওয়া।

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির দায়িত্বাবলী ঃ

- নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী ভিজিডি এবং আইসিভিজিডি মহিলাদের সঠিক নির্বাচন নিশ্চিত করা;
- প্রতি মাসে উপকারভোগীদের নিকট ৩০.৩ কেজি পুষ্টি চাল নির্ধারিত তারিখে বিতরণ নিশ্চিত করা এবং রেকর্ডসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা (মাস্টার রোল, স্টক রেজিস্টার, পরিদর্শন বই ইত্যাদি) এবং ভিজিডি ও আইসিভিজিডি এমআইএস'এ প্রতিবেদন দাখিল করা;
- বাস্তবায়নকারী এনজিওকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং বিশেষ করে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান। একই সাথে বিনিয়োগের জন্য উপকারভোগীদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
- আইসিভিজিডির উপকারভোগী মহিলাগণকে বিনিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান;
- রন্ধন প্রণালী প্রদর্শন, উঠান বৈঠক এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেশনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজনের সময় যাতে স্বাস্থ্য কর্মীদের রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন;
- এনজিও কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণগুলোতে ভিজিডি ও আইসিভিজিডির উপকারোগী মহিলাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ;
- আইসিভিজিডি মহিলাদের ব্যাংক হিসাব খোলা এবং তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- কেন্দ্রের নাম, আইসিভিজিডি ও ভিজিডি মহিলার সংখ্যা, খাদ্যের পরিমাণ ও বিতরণের তারিখ উল্লেখ পূর্বক ইউনিয়নসমূহে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা;
- ভিজিডি এবং আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন নিশ্চিত করা;
- ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক খাদ্য বিতরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করা (ইউপি সচিব এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন)
- অডিট ও যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বিল ও ভাউচারসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সেগুলো উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।

উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের পাশাপাশি আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ভিজিডি কমিটিসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে পারে। কমিটিসমূহ তাদের নিয়মিত সভায় আইসিভিজিডি প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আইসিভিজিডির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের অবহিত করবে এবং কোন সমস্যা সমাধানে কমিটির সাহায্য দরকার হলে সেগুলো সভায় উপস্থাপন করবেন।

৩.৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অভিভাবক মন্ত্রণালয় হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পের সফল ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সকল ধরণের কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উক্ত মন্ত্রণালয় নিরীক্ষণ করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাধারণভাবে নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেঃ

- ভিজিডি এবং আইসিভিজিডি কর্মসূচির সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদ ও অর্থায়নের বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন;
- কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ;
- প্রশাসনিক পরিপত্র ও নির্দেশিকা জারীকরণ;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে খাদ্য ও নগদ সহায়তা বিতরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে যোগ্য কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা;
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে ভিজিডি কর্মসূচিকে ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে রুপান্তরকরণে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া;
- কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) নকশা/পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
- প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, কার্যক্রম প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন সমূহ অনুমোদন ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৬ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড হতে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের জন্য বিশেষ করে উপকারভোগীদের দারিদ্র বিমোচন, উন্নত খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে কর্মসূচির সংস্কার, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপঃ

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কর্মসূচির সংস্কার ও উন্নত বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়নে কারিগরী ও পরিচালনাগত সহায়তা প্রদান করবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জন, এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ও নীতিগত সুপারিশের উপর এভিডেন্স তৈরিতে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদান করবে। এভিডেন্স তৈরিতে গবেষণা, বেজলাইন ও এন্ডলাইন সার্ভে, এবং কর্মসূচি ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- স্থানীয় এনজিওদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও কাজের সমন্বয়ের জন্য লীড এনজিও নিয়োগ দেয়া;
- মডিউল প্রণয়ন ও উন্নতকরনে এবং আঞ্চলিক ToT সেশনের কার্যক্রম পরিবীক্ষণে উপযুক্ত রিসোর্স পার্সন-এর ব্যবস্থা করা;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সমন্বয়ে এবং বাস্তবায়নে ডব্লিউএফপির শাখা অফিসের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে একটি পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন কাঠামো স্থাপনে সহায়তা করা যাতে করে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড মনিটর করা যায় এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করা যায়।

৩.৭ বাস্তবায়নকারী এনজিওদের দায়িত্বাবলী ঃ

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪ টি উপজেলায় কাজ করার জন্য ৩২টি এনজিও নিয়োজিত করবে এবং প্রত্যেক এনজিও ২টি করে উপজেলায় কাজ করবে। এনজিওদের আবেদন যৌথভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি মূল্যায়ন ও যাচাই করবে। এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া সরকারী নীতিমালা ২০০৮-এর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম)'র মাধ্যমে পরিচালিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্থানীয় এনজিও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্বাচিত এনজিও জনবল নিয়োগ ও অফিস সেটআপ শেষে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করবে। স্থানীয় এনজিওদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- আইসিভিজিডি কর্মসূচির চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী এনজিও উপজেলা পর্যায়ে সব ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে এবং সভা বিশেষ করে পর্যালোচনা সভা বা সেশন আয়োজন করবে। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপজেলা সমূহে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;
- লীড এনজিও কর্তৃক আয়োজিত ToT (প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ) সেশনে বাস্তবায়নকারী এনজিও অংশগ্রহণ করবে। তারা আইসিভিজিডি প্রশিক্ষণ মডিউলের প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেদের তৈরি করবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী এনজিও সমূহের সুবিধাভোগীদের ব্যবসায় সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনের পূর্বে ভিজিডি মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা যাচাই করা;
- আইসিভিজিডি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ কর্তৃক উপকারভোগীদের মধ্যে খাদ্য, নগদ সহায়তা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা করা ও মনিটর করা;
- বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্তৃক ব্যবসা-ভিত্তিক (ট্রেড ভিত্তিক) উপকারভোগী দল গঠন এবং উক্ত দলের সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ, বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন, অর্থের সংস্থান এবং সেবা প্রদানকারী হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আইসিভিজিডি উদ্যোক্তাদের লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে;
- কর্মসূচির এভিডেন্স তৈরিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করা;
- উপর্যুক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্তৃক আইসিভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;
- এনজিওসমূহ তাদের কর্ম এলাকার প্রত্যেক ইউনিয়নে কন্ট্যাক্ট উইমেন নিয়োজিত করবে। প্রকল্পের বাজেট অনুযায়ী এনজিওসমূহ কন্টাক্ট উইমেনদের বেতন প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম প্রশ্রয় দেয়া হবে না;
- চুক্তি স্বাক্ষরের পর এনজিওসমূহের অঞ্চল বা শাখা অফিস পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট উপজেলা ভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পেশ করবে;
- ঊর্ধ্বতন এনজিও কর্মকর্তাগণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মান যাচাই করবেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। ঊর্ধ্বতন এনজিও কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক জেলায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সচেতনতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং উক্ত কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পর পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। একই ছক অনুসরণ করে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এনজিও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন;
- বাস্তবায়নকারী এনজিওরা ফলাফল নিরুপণকারী নতুন টুলসসমূহ ব্যবহার করবে মূলত কর্মসূচির কার্যকারিতা ও পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল-এর গ্রহণযোগ্যতা নিরুপণের জন্য। তাছাড়া নগদ সহায়তা কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বা কোন ধরণের আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন সময়ে তা করা হয়েছে সে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসবে;
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট থেকে বিল নেয়ার ক্ষেত্রে এনজিওসমূহকে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে। এনজিওদের সন্তোষজনক কার্যক্রমের ভিত্তিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এই অনাপত্তিপত্র প্রদান করবে।
- এনজিওসমূহ তাদের কর্মক্ষেত্র উপজেলাসমূহের খাদ্য বিতরণ, নগদ সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে "পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন" অধ্যায়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৩.৭.১ বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সেবা চার্জ পরিশোধ ঃ

উপজেলা ভিজিডি কমিটি ত্রৈমাসিক সভায় এনজিওদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে। বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহকে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এনজিও প্রতিনিধি উপজেলা ভিজিডি কমিটির ত্রৈমাসিক সভায় উক্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। সভায় এনজিওদের কার্য সম্পাদনের বিষয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তার নিজের মতামত ও পর্যবেক্ষণ

অবহিত করবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে একটি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। এনজিওদের কার্যক্রমের উপর ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কর্মসূচির অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা, উপস্থাপিত প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণের আলোকে তৈরী করা হবে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, এনজিও প্রদত্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সভায় আলোচনার ওপর ভিত্তি করে উপজেলা ভিজিডি কমিটি এনজিও কার্যসম্পাদনের বিষয়ে সেবা চার্জ প্রাপ্তির নিমিত্তে রেটিং করবেন। সভার সভাপতি ও কমিটি সদস্য সচিব কার্যসম্পাদন প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করবেন। এই প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। বাস্তবায়নকারী এনজিওদের সার্ভিস চার্জ সংযোজনী-ক এর নির্দেশনা ও কাঠামো অনুসরণ করে প্রদান করা হবে।

৩.৮ লীড এনজিও এর দায়িত্বাবলী ঃ

বাস্তবায়নকারী এনজিওদের কাজের সমন্বয়, তাদের সক্ষমতা বিকাশ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ পরিবীক্ষণে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে সঠিক সহায়তা প্রদান করার জন্য ডব্লিউএফপি ০৬টি লীড এনজিও নিয়োগ দিয়েছে যাদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে স্থানীয় এনজিওদের কার্যক্রমে নেতৃত্বে প্রদান করা। ডব্লিউএফপি এই ০৬ টি লীড এনজিওর কার্যক্রমের ব্যায়ভার বহন করবে।

লীড এনজিওদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ঃ

- লীড এনজিওসমূহ আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় এনজিও'র স্টাফ, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউপি কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ মডিউলের ওপর ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;
- বিভাগীয় পর্যায়ে আইসিভিজিডি'র ইন্সেপশন ইভেন্ট আয়োজন করা;
- ডব্লিউএফপি'র সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ের এনজিওকর্মী ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের উপকারভোগী নির্বাচনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার যথার্থতা ও সত্যতা যাচাইয়ে বাস্তবায়নকারী এনজিও ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান করা;
- প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, ও উপাদানগুলো পর্যালোচনা করা যাতে করে প্রশিক্ষণ গুলো থেকে সুবিধাভোগীরা সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেখানকার জন্য বিশেষ সোশাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন (এসবিসিসি) কৌশল প্রণয়ন করা;
- কমিউনিটি পরিবীক্ষণ ও সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি এবং সুবিধাভোগী দলের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো;
- এভিডেন্স জেনারেশন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমন্বয়;
- সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী এনজিওদের কার্যসম্পাদন ও প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং তাদের পরামর্শ বা সহায়তা প্রদান করা;
- পরিবীক্ষণ উপাত্ত একত্রীকরণ এবং ডব্লিউএফপি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান। পরিবীক্ষণে প্রতিবেদনে প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত হলে সে অনুযায়ী সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ডব্লিউএফপি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী এনজিও দের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়;

৪. প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট ও মূল কার্যক্রমসমূহ ঃ

উপরের আলেচানা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রকল্প দুঃস্থ, গরীব ও অসহায় মহিলারা যেন টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ করতে পারে সেজন্য নিবিড় সহায়তা প্রদান করবে।

৪.১ আইসিভিজিডি কর্মসূচি ৬৪ উপজেলায় সম্প্রসারণ ঃ

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প দেশের ৬৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। দারিদ্রের সর্বোচ্চ ঘনত্ব বিবেচনায় প্রতি জেলা থেকে শুধু একটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবিএস, বিশ্ব ব্যাংক ও

ডব্লিউএফপি প্রণীত দারিদ্রতার মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত এ উপজেলাসমূহ নদীভাঙ্গন (বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চর এলাকা যেখানে অর্থনৈতিক সুবিধা খুবই কম), দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, উচ্চ বেকারত্ব এবং বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও টর্ণেডোর মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ।

৪.২ আইসিভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। ভিজিডি পুল থেকে আইসিভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে:

আবশ্যিক মানদণ্ড ঃ

আইসিভিজিডি কর্মসূচিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ভিজিডি'র উপকারভোগীদের অবশ্যই নিচের মানদণ্ডগুলো পূরণ করতে হবেঃ

- অনিয়মিত বা অস্থায়ী শ্রমিক এবং যার নিয়মিত আয়ের কোন উৎস নেই;
- বয়স ২০ হতে ৪৫ বছর হতে হবে;
- বসতবাড়ি ও চাষযোগ্য জমি মিলিয়ে শূন্য দশমিক এক পাঁচ একরের (১৫ শতক) কম হতে হবে।

অগ্রাধিকার শর্ত ঃ

যদি ১ লক্ষের কম বা বেশী উপকারভোগী আবশ্যিক শর্ত পূরণ করে থাকে সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অগ্রাধীকারমূলক শর্তাবলী ব্যবহার করে বাছাইকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লাখে নিয়ে আসা সম্ভবঃ

- যে পরিবারের প্রধান মহিলা (যেমন: স্বামী বিচ্ছিন্ন, বিধবা, দু:স্থ) এবং যে পরিবারে উপার্জনকারী পুরুষ নেই;
- গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মা যার ৫ বছরের কম বয়সী সন্তান রয়েছে;
- আবেদনকারীর বয়সসীমা ৩০-৪৫ বছর;
- পরিবারে এমন অসমর্থ সদস্য আছেন যিনি উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন না;
- পরিবারে এক বা একাধিক কিশোরী রয়েছে।

পুষ্টি ভিত্তিক শর্ত ঃ

- পরিবারে একজন গর্ভবর্তী বা দুগ্ধদানকারী মা আছেন;
- পরিবারে অন্তত ২ বছর এর কম বয়সী সন্তান রয়েছে।

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিম্নে বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করা হবে:

ধাপ-১: ভিজিডি উপকারভোগীদের ডাটাবেজ এবং আইসিভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন ঃ

আইসিভিজিডি ২য় পর্যায়ের আওতাভুক্ত ৬৪ উপজেলায় অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য সকল পক্ষই তাদের সর্বোচ্চ প্রয়াস নিবে। এ উপজেলা সমূহে ভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিজিডি কর্মসূচির নিয়মিত বাছাই প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী অনুসরণ করা হবে। ভিজিডি উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর আইসিভিজিডি উপকারভোগীর নির্বাচন শুরু হবে। ভিজিডি উপকারভোগীদের সকল তথ্য একটি ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে। উক্ত ডাটাবেইজ থেকে যে সকল ভিজিডি উপকারভোগী আইসিভিজিডি প্রকল্পের শর্তসমূহ পূরণ করবে তাদের চিহ্নিত করা হবে।

এ ধাপে প্রতি ইউনিয়নের জন্য দু'টি তালিকা প্রস্তুত হবে। একটি তালিকায় থাকবে সে সকল ভিজিডি উপকারভোগী যারা আইসিভিজিডি প্রকল্পের আবশ্যকীয় শর্তসমূহ পূরণ করেছে। অপর তালিকায় থাকবে যারা আবশ্যকীয় শর্তসমূহ পূরণ করেনি। উভয় তালিকার উপকারভোগীদের একটি স্কোরিং পদ্ধতির মাধ্যমে র‍্যাঙ্কিং করা হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কোরিং পদ্ধতি সহ সংশ্লিষ্ট টুলস এবং নির্দেশিকাসমূহ জারী করা হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে যাচাই-বাছাই করে ইউনিয়ন ভিত্তিক তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

ধাপ-২: গণসচেতনতামূলক প্রচারণা ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত বাস্তবায়নকারী এনজিওদের মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কর্মসূচির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার আয়োজন করা হবে। প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে সঠিকভাবে

পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও লীড এনজিওর কর্মীগণ যাচাই করবেন। এ প্রচারণার মাধ্যমে আইসিভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য গণ জমায়েতের তারিখ, সময় ও স্থান-এর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে। এ প্রচারণা এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ সহজেই আইসিভিজিডি-২য় প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

ধাপ-৩: গণ জমায়েত এবং ভিজিডি উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার

পূর্বঘোষিত তারিখ ও সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ অথবা তথ্য সংগ্রহ করা হবে। অনিবার্য কারণে কোন উপকারভোগী (অসুস্থতা, বা অক্ষমতা) উপস্থিত হতে না পারলে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বিষয়টি ইউনিয়ন কমিটি ও বাস্তবায়নকারী এনজিওর সংগে যাচাই করে নেবেন। বাস্তবায়নকারী এনজিওদের সহায়তা নিয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি এ সব আয়োজন করবে। একটি ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দকৃত আইসিভিজিডি কার্ড সংখ্যার কমপক্ষে দেড়গুণ উপকারভোগীকে সাক্ষাৎকার সেশনে ডাকা হবে। ডব্লিউএফপি এই তথ্য বিষয়ক ছক তৈরী করবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন স্বাপেক্ষে অধিদপ্তরের মাধ্যমে সকলের সাথে শেয়ার করা হবে। উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা এই সেশন মনিটর করবেন এবং লীড এনজিও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এই সেশনে সংগৃহীত উপকারভোগীর তথ্য উপাত্ত ভিজিডি ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে নেয়া হবে। ডাটাবেইজে সংরক্ষিত তথ্যের সাথে তুলনা করে যদি বড় ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে এ প্রকল্প থেকে তার নাম বাতিল হয়ে যাবে। যদি কোন উপকারভোগী অথবা তার পরিবারের সদস্যগণ জমায়েতে হাজির/উপস্থিত না থাকেন, তাহলে তিনি আইসিভিজিডি প্রকল্পের জন্য বিবেচিত হবেন না। যদি কোন ভিজিডি উপকারভোগী তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে অবহিত করেন যে, সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় ভুলবশত তার প্রোফাইলে সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি কিন্তু তিনি উপকারভোগী নির্বাচনের আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করেছেন সেক্ষেত্রে তাকে আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারীভোগী হিসেবে যোগ্য মর্মে বিবেচনা করা হবে।

ধাপ-৪: সম্ভাব্য উপকারভোগীদের তালিকা সংশোধন

গণজমায়েতের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ভিজিডি উপকারভোগীদের দুটি তালিকাই সংশোধন করা হবে (যে সকল উপকারভোগী আবশ্যকীয় শর্তাদিপূরণে সক্ষম হয়েছে এবং যারা আবশ্যকীয় শর্তাদিপূরণ করতে পারেনি)। যারা গণজমায়েতে অংশগ্রহণ করেনি এবং যারা অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছে তাদের এ তালিকা দু'টি থেকে বাদ দেয়া হবে।

ধাপ-৫: উপকারভোগীদের তথ্যাদি এবং আইসিভিজিডি উপকারভোগীর প্রাথমিক তালিকা যাচাই

তালিকা দুটি সংশোধনের পর বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে তালিকা দু'টিতে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের তথ্যাদি যাচাই করা হবে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা ভিজিডি কমিটির সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নকারী এনজিও উপকারভোগীদের তথ্যাদি যাচাই করবে। বাড়ি পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। তালিকা দুটির শূন্য জায়গায় পরবর্তী সর্বোচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত উপকারভোগীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আইসিভিজিডি কার্ড প্রথমত সে সকল ভিজিডি উপকারভোগীদের বরাদ্দ করা হবে যারা আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করেছে এবং বাড়ি পরিদর্শনকালে যাদের তথ্য সঠিক পাওয়া গেছে। এরপরও যদি আইসিভিজিডি কার্ড অতিরিক্ত থাকে তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশোধিত তালিকার যে সকল উপকারভোগী যারা আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণ করেনি কিন্তু যাদের বাড়ি পরিদর্শনে তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গিয়েছ তাদেরকে র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

ধাপ-৬: ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক তালিকা অনুমোদন ও জনসম্মুখে প্রকাশ

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আইসিভিজিডি উপকারভোগীর প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। তাদের অনুমোদনক্রমে তালিকা জনসমাগম হয় এমন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রদর্শন করতে হবে। উপকারভোগীদের তালিকার বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে তালিকায় উল্লিখিত ফোন নম্বারে অবহিত করা যাবে। যদি কোন উপকারভোগীর বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও বাস্তবায়নকারী এনজিও'র সমন্বয়ে তদন্ত হবে এবং অভিযোগের সত্যতা থাকলে সেই উপকারভোগীকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে।

ধাপ-৭: উপজেলা ভিজিডি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন

জনসম্মুখে প্রকাশের সাত দিন পর এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে আইসিভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা অনুমোদনের জন্য উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা ভিজিডি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই তালিকা আর কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবেনা। বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরণের টেমপ্লেট ও চেকলিস্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শেয়ার করা হবে। বাছাই প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি বিবেচনা করা হবেঃ

- ২০-৪৫ বছর বয়স সীমার বাইরে কাউকে উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;
- আইসিভিজিডি উপকারভোগী সরকারের অন্যান্য খাদ্য ও নগদ সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না;
- পূর্বের দুটি ভিজিডি চক্রের কোন একটি চক্রে কোন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাকে আইসিভিজিডি-তে অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা।
- একটি পরিবারের অনুকূলে শুধু একটি আইসিভিজিডি কার্ড ইস্যু করা যাবে;
- উপকারভোগীগণকে বিনামূল্যে এ কার্ড সরবরাহ করা হবে। এর জন্য তাদের কোন অর্থ বা সেবা চার্জ দিতে হবেনা।

বাছাই প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নে উপকারভোগী নির্বাচন ও বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের কর্মসূচি ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সম্যক ধারণা প্রদান করবেন। সকল ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির অংশগ্রহণে আয়োজিত 'উপজেলা ভিজিডি নির্বাচন প্রক্রিয়া অবহিতকরণ' সভায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় কর্মসূচির নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করবেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা আনয়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করা প্রয়োজনঃ

- সহযোগী এনজিও কর্তৃক যাচাইকৃত পরিবারের তথ্যাদি থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে কিছু পরিবারের তথ্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা যাচাই করবেন;
- উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট যে তালিকা উপস্থাপন করা হবে সেটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যাচাই করতে পারেন।

উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়ম নিরসন ঃ

উপকারভোগী নির্বাচনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

- কোন ভিজিডি উপকারভোগীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার ভিজিডি কার্ড বাতিল হবে। এই উপকারভোগীর শূন্যস্থান/খালি জায়গা অপেক্ষমান তালিকা থেকে পূরণ করা হবে;
- ১০% এর (১০শতাংশের) বেশি উপকারভোগীর বিরুদ্ধে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া পুণরায় শুরু করতে হবে;
- উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নে ১৫% এর বেশী অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে উপজেলা ভিজিডি কমিটি সে ইউনিয়নে আইসিভিজিডি কর্মসূচি বাতিলের সুপারিশ করতে পারেন।

আইসিভিজিডি কার্ড বাতিল করণ ঃ

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমোদন স্বাপেক্ষে উপজেলা ভিজিডি কমিটি আইসিভিজিডি কার্ড বাতিল করতে পারবেন। নিম্নলিখিত কারণে আইসিভিজিডি কার্ড বাতিল করা যেতে পারেঃ

- অন্য কারো সাথে ভিজিডি কার্ড হাত বদল করে থাকলে অথবা কার্ড বিক্রি করে দিলে;
- মৃত্যু, অভিবাসন বা অন্যান্য কারণে স্থায়ী ভাবে অথবা ৬ মাসের অধিক নিজ ইউনিয়নের বাইরে অবস্থান করলে।

৪.৩ চার হাজার (৪,০০০) সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (এসএইচজি) গঠন ঃ

আইসিভিজিডি কর্মসূচির সহায়তা নিয়ে যে সকল মহিলা টেকসই আয়ের উৎস সৃজন করবেন তাদের নিয়ে আত্মসহায়ক দল বা সেলফ-হেল্প গ্রুপ গঠন করা হবে। এই সেলফ-হেল্প গ্রুপের (এসএইচজি) মাধ্যমে সামাজিক ইস্যু ও অধিকার নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এসএইচজি দলভিত্তিক সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এসএইচজিকে

এমন একটি প্লাটফরম হিসেবে গড়ে তুলবে যাতে এ গ্রুপসমূহ অন্যান্য অংশীজন ও এজেন্সি বিশেষ করে বেসরকারী কোম্পানী ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এই প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনসহ দু:স্থ মহিলাদের সাথে কাজ করবে। এই গ্রুপ আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম হিসেবে কাজ করবে। আত্মসহায়ক দল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হিসেবে কাজ করবে যার মাধ্যমে উপকারভোগীগণ পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে। এই গ্রুপের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি গ্রুপ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

সেলফ-হেল্প গ্রুপের (এসএইচজি) গঠন প্রকৃতি ঃ

- ভৌগলিক অবস্থান বিচেনায় নিয়ে সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য নিয়ে এসএইচজি গঠন করা হবে। এসএইচজি'র সংখ্যা চার হাজার (৪,০০০) এর বেশী হবে না;
- প্রত্যেক গ্রুপ তাদের দলীয় নেতা, ক্যাশিয়ার ও সচিব নির্বাচন করবে;
- গ্রুপসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হবে এবং প্রকল্প শেষে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে কাজ করবে;

সুষ্ঠুভাবে গ্রুপ পরিচালনার জন্য একটি লীডারশিপ টিম গঠন করা হবে যেখানে গ্রুপ সভাপতি, গ্রুপ সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার ও নির্বাহী সদস্যের পদ থাকবে।

গ্রুপ সভাপতির ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

- নিয়মিত সভা পরিচালনা করা ও সভার কার্যবিবরণি স্বাক্ষর করা;
- গ্রুপের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা এবং সাময়িকভাবে গ্রুপের কর্মকান্ড পরিচালনা ও তত্বাবধান করা;
- গ্রুপের শৃঙ্খলা বজায় রাখা;
- গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হলে তার নিরসন করা;
- সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

গ্রুপ সেক্রেটারির ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

- নিয়মিত দলীয় ও নির্বাহী পরিষদের সভা আয়োজন;
- দলের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- দলের সদস্য ও নির্বাহী কমিটির মধ্যে সংযোগ স্থাপন;
- দল পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

গ্রুপ ক্যাশিয়ার এর দায়িত্ব ঃ

- গ্রুপের আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- গ্রুপ এবং নির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভায় আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- গ্রুপ ব্যাবস্থাপনার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন;
- ব্যাংক সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

নির্বাহী সদস্যের দায়িত্ব ঃ

- গ্রুপের সভাপতি বা অন্যান্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন;
- গ্রুপ এর সভাপতি ও গ্রুপ সেক্রেটারিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- গ্রুপ সভাপতি ও সেক্রেটারি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব/কাজ সম্পাদন।

৪.৪ কন্ট্যাক্ট উইমেন ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও প্রতি ১২৫ জন মহিলা উপকারভোগীর জন্য ১ জন করে কন্ট্যাক্ট উইমেন নিয়োজিত করবে। প্রকল্পে মোট কন্ট্যাক্ট উইমেনের সংখ্যা ৮০০ এর বেশী হতে পারবে না। এ কর্মসূচির আওতায় সম্পৃক্ত কন্ট্যাক্ট উইমেন স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। তবে অবশ্যই আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের মধ্য হতে নয়। কন্ট্যাক্ট উইমেনের মূলকাজ হবে আইসিভিজিডি কর্মসূচির কার্যক্রম সমূহ পরিবার বা খানা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।

কন্ট্যাক্ট উইমেনের দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ ঃ

- সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠনে সাহায্য করা;
- উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়তা করা;
- নগদ অনুদানের সুষ্ঠু বিনিয়োগ এবং উপকারভোগী মহিলাদের দ্বারা আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনা নিশ্চিত করা;
- গ্রুপের মধ্যে ক্রয় কমিটি (৪-৫ সদস্য বিশিষ্ট) গঠনে সাহায্য করা;
- মহিলাদের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করা, আয়বর্ধক কর্মকান্ডের রেকর্ড সংরক্ষণে সাহায্য করা এবং এসকল কার্যক্রম স্বাধীনভাবে সম্পাদনে তাদের সক্ষমতা তৈরী করা;
- সপ্তাহে অন্তত:পক্ষে একদিন উপকারভোগীদের কাছে যাওয়া যাতে তাদের সম্ভাব্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত নিরসন করে ঝুঁকি প্রশমন করা যায়;
- মাসিক/দ্বি-মাসিক দলীয় সভা আয়োজনে সহযোগিতা করা;
- স্থানীয় সরকারী এবং বেসরকারী সেবা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, বিশেষ করে তাদের ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুটের সরবরাহ ও উৎপাদিত পন্যের বাজারজাতকরন নিশ্চিত করা;
- মহিলাদের পুন: বিনিয়োগ এবং এর বহুমুখীকরণে সহযোগিতা করা;
- প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্বলদের চিহ্নিতকরণ;
- যথোপযুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করা।

৪.৫ উপকারভোগীদের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা ঃ

আইসিভিজিডি কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ প্যাকেজের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করা হবে। ভিজিডি কর্মসূচিতে ৯ ধরণের প্রশিক্ষণ মডিউল রয়েছে যার মধ্যে ৫টি জীবন দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং আরও ৪টি আয় দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। আইসিভিজিডি-তে প্রশিক্ষণ কৌশল পুন:বিন্যাস করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষুদ্র ও ছোট পরিসরে ব্যবসা পরিচলনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আইসিভিজিডি উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিমান উন্নয়নে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও তাদের শক্তিমত্তার জায়গা চিহ্নিত করার জন্য উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত হলো।

ক। বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন (এমডিএইচডি)

বাংলাদেশের দরিদ্র ও দু:স্থ মহিলাদের উপার্জনের দক্ষতা ও সুযোগের অভাবের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসেরও অভাব রয়েছে। তীব্র আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে তারা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হতে সাহস পায় না। এমনকি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পেলেও অনেক সময় আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে তারা সফল হতে পারে না। আইসিভিজিডির উপকারভোগীগণ বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন সক্ষমতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং নিজেদের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করবে যে প্রত্যেক মানুষ আলাদা এবং প্রত্যেকের নিজস্ব শক্তির জায়গা রয়েছে। দরিদ্র, দুঃস্থ মহিলাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা বা অর্থ না থাকলেও তাদের অন্যান্য দক্ষতা রয়েছে যার মাধ্যমে তারা আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

খ। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

অধিকাংশ মহিলা উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নয় বলে সমাজে উচ্চ মাত্রায় বেকারত্ব বিরাজ করছে। আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। উদ্যোক্তা কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বীয়-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে শ্রমের এই অতিরিক্ত যোগানকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আইসিভিজিডি উপকারভোগীগণ নিজেদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর এবং উৎপাদনশীলতার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন যা কার্যত তাদের ক্ষুদ্র বা ছোট আকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীগণ দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন যা তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা ও সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রদান করবে। এ প্রশিক্ষণটি ৫দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণের পঞ্চম দিনে/শেষ দিনে উপকারভোগীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত হবেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে একটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম নির্বাচন করবে যা তাদের অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে

তারা একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করবেন। তাদের নির্বাচিত বানিজ্যিক কার্যক্রম এবং পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে সুনির্দিস্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা তাদের নির্বাচিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করবে।

গ। ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মসহায়ক দল/সেলফ হেল্প গ্রুপ (এসএইচজি) যে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে তার উপর ভিত্তি করে দলের সদস্যদের সুনির্দিস্ট ব্যবসাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আয়বর্ধক কর্মকান্ড চিহ্নিত করার বিষয়টি 'বোটমআপ' এপ্রোচ-এর মাধ্যমে আসতে হবে। আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্বাচনের সময় অবশ্যই উপকারিভোগী নারীদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে কারণ অধিকাংশ সময়েই তাদের চাহিদা ও পরিকল্পনার মধ্যে ফারাক থাকার কারণে নির্বাচিত আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডটি সফলতার মুখ দেখতে পায় না। সকল আইসিভিজিডি উপকারভোগীরা তাদের পছন্দের ব্যবসার ক্ষেত্র বেছে নেয়ার পর যারা একইরকম ব্যবসা বেছে নিয়েছে এমন উপকারভোগীদের নিয়ে ব্যবসা ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করা হবে। বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ প্রতিটি গ্রুপের জন্য তাদের নির্বাচিত আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে যা তাদের পছন্দের ব্যবসা সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

ঘ। ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ

একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে ধাপ গুলো অতিক্রম (যার মাধ্যমে পণ্যের বাহ্যিক পরিবর্তনের পাশাপাশি উৎপাদকের বিভিন্ন সেবার সংশ্লেষ ঘটে থাকে) করে ভোক্তার নিকট পৌছায় সেই ধাপগুলোর সম্মিলিত ব্যবস্থাই হচ্ছে উক্ত সেবা বা দ্রব্যের ভ্যালু চেইন। আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডটি হলো একটি বড় ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। এখানে সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হলো আইসিভিজিডি উদ্যোক্তাদের শুধুমাত্র নিজেদের উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে আলাদা করে না দেখে সমগ্র বাজার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো বাজারে প্রবেশের সুযোগের সীমাবদ্ধতা। মহিলা উদ্যোক্তাদের সাফল্যের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো উচ্চ মূল্যের বাজার ও বৃহৎ ক্রেতার সাথে সংযোগের সীমিত সুযোগ। আইসিভিজিডি'র মহিলা উদ্যোক্তাদের উপকরণ সংশ্লিষ্ট বাজার ও তদসংগে উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের বাজার উভয়ের সাথেই সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সংযোগ স্থাপিত হলে আইসিভিজিডি মহিলাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য মূলধারার বাজারে বিক্রয় করতে পারবেন। এছাড়া বাজারবহি:স্থ অন্যান্য সেবার সাথে সংযোগ স্থাপন (উদাঃ অর্থায়ন, সক্ষমতাবৃদ্ধি ইত্যাদি) ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক।

উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভ্যালু চেইন ও বাজারের সাথে সংযোগের বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হবে। এছাড়া বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলার সেলফ হেল্প গ্রুপ যে সকল ব্যবসা বা বানিজ্যিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সুনির্দিস্টভাবে সেগুলোর উপর ভ্যালু চাইন ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ সংক্রান্ত মডিউল প্রস্তুত পূর্বক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। এর ফলে উপকারভোগীদের বাজার ও ভ্যালু চেইনের সাথে সংযোগ ঘটবে এবং তাদের নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় হবে এবং তাদের ব্যবসার টেকসইকরণ নিশ্চিত হবে।

ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্বাক্ষরতা

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সাক্ষরতা বলতে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টি ভঙ্গি যা উপার্জন, ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থাপনাকে বুঝিয়ে থাকে। আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি যেমন- সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ও বিনিয়োগের হিসাব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে বিবেচিত। আইসিভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীদের অর্থ ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা নগদ সহায়তার অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ লাভবান হতে পারেন। এ প্রশিক্ষণ মূলত উপকারভোগীদের বাজেট তৈরী, ব্যয় হিসাব সম্পর্কে ধারণা, ঋণ পরিশোধ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবে। এছাড়াও এ প্রশিক্ষণ উপকারভোগীদের আর্থিক উৎস এবং কীভাবে আর্থিক উৎস হতে সেবাগ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেব। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মোবাইলের মাধ্যমে ট্রানজেকশন করার সুযোগ থাকবে। এ প্রশিক্ষণ উপকারভোগীদের মোবাইলের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার টাকা স্থানান্তরের বিষয়ে ধারণা দেবে।

চ) জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পাঁচ ধরণের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও এইচআইভি এইডস, মাদকের প্রভাব ও প্রতিরোধ। আইসিভিজিডি প্রকল্পে এ প্রশিক্ষণগুলো ভিন্ন আংগিকে প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের পরিবর্তে একটি "সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ "(এসবিসিস)" কৌশল প্রস্তুত করা হবে। উপকারভোগীরা যেন জীবনমান উন্নয়ন সংক্রন্ত প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিজেদের জীবনে চর্চা করতে পারে সেটি এসবিসিসি কৌশলের উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট কিছু ছক ও টুলস এর মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কৌশলের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হবে। এসবিসিসি কৌশল উপকারভোগীদের পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও বাস্তব প্রদর্শনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে।

৪.৫.১ সক্ষমতা বৃদ্ধির ধরণ/পদ্ধতি ঃ

ডব্লিউএফপি সবধরণের প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরী করবে। মাঠ পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। উপকারভোগীদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে 'কাসকেড ডাউন' পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপঃ

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ করে কর্মসূচি নকশা, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ডব্লিউএফপি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করবে;
- ডব্লিউএফপি একদল মাষ্টার ট্রেইনার তৈরী করবে যাদের প্রশিক্ষণ মডিউল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হবে;
- মাস্টার ট্রেইনারদের এই দলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেক বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, লীড এনজিওদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ডব্লিউএফপি সাব-অফিসের কর্মকর্তা। এ দলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন;
- প্রশিক্ষিত মাষ্টার ট্রেইনারগণ পরবর্তীতে বিভাগ পর্যায়ে ToT/প্রশক্ষিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন যেখানে সকল জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (DWAO), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (UWAO), বাস্তবায়নকারী এনজিওর প্রতিনিধি ও কন্টাক্ট উইমেন অংশগ্রহণ করবেন;
- ডব্লিউএফপি কর্তৃক নিয়োজিত লীড এনজিওসমূহ বিভাগীয় পর্যায়ে ToT/প্রশক্ষিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে;
- উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত বাস্তবায়নকারীর এনজিও;
- প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা পঞ্জিকা অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী এনজিও এই কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করবেন যেখানে পরিবারের সদস্য ও সমাজের সদস্যগণ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে উপস্থিত থাকতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হবে যাতে প্রশিক্ষণ কার্যকর ও দৃশ্যমান করা যায়;
- সহযোগী এনজিও কর্তৃক আয়োজনকৃত প্রশিক্ষণ DWAO, UWAO ও লীড এনজিও কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হবে;
- অধিকন্তু DWA এর সহযোগীরা প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখবে যাতে উপকারভোগীগণ প্রশিক্ষনে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন যেমন-
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা।

নিম্নবর্ণীত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	উপকারভোগী নির্বাচনের ১ম বছর				উপকারভোগী নির্বাচনের ২য় বছর			
		কোঃ ১	কোঃ ২	কোঃ ৩	কোঃ ৪	কোঃ ১	কোঃ ২	কোঃ ৩	কোঃ ৪
০১	বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন								
০২	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ								
০৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সাক্ষরতা								
০৪	ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ								
০৫	ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ								
০৬	জীবন দক্ষতার (এসবিসিসি প্রশিক্ষণ)								

৪.৬ আইসিভিজিডি উদ্যোক্তাগণের জন্য ব্যবসা সহায়তা সেবা ঃ

আইসিভিজিডি কর্মসূচির মূল লক্ষ্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উপকারভোগীদের সক্ষমতা বিকাশ ঘটানো হলেও ব্যবসার প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কিছু সহায়তার প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের ব্যাবসা সফল ভাবে শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সহয়তা দেওয়া হবে। যেমন:-

ক। ভ্যালু চেইন ও বাজার বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে উপকারভোগীগণ উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন এর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী এনজিও পণ্যের বাজার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে এবং উপকরণ সংশ্লিষ্ট বাজারের সঙ্গে উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

খ। জেন্ডার বিশ্লেষণ

বাস্তবায়নকারী এনজিও স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বাজারে বিরাজমান বাঁধাসমূহ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করবে। তারা SHG সদস্যসমূহের কর্ম এলাকার সমস্যা/চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করবে, বিশেষ করে যে সকল সমস্যা নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত স্বতন্ত্র আচরণের জন্য সংঘঠিত হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ মডিউল ও টুলসসমূহ এমনভাবে তৈরী করা হবে যাতে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত আয়বর্ধক কর্মকান্ড চিহ্নিত করা ও বাজারের প্রতিবন্ধকতা সহজেই অপসারণ করা যায়।

গ। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব উন্নয়ন

এই কর্মসূচির আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের (One Stop Service Delivery) পয়েন্ট স্থাপন করা হবে। এই সেবা প্রদান পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে জাতীয় কর্তৃপক্ষসমূহ আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ও কৌশলসমূহ আইসিভিজিডি (ICVGD) উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছে দিতে পারে/হস্তান্তর করতে পারে। এছাড়া আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের জন্য ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্তে বেসরকারি খাতে নতুন নতুন মডেল নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় উৎসাহিত করতে পারে।

ঘ। অর্থসংস্থান/তহবিল সংস্থান

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিভিজিডি উপকারভোগীগণ আর্থিক বিষয়াদি ও উপযুক্ত অর্থ বা তহবিলের উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। বাস্তবায়নকারী এনজিও তাদের সংগঠন থেকে এসব উপকারভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করবে অথবা অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

৪.৭ নমনীয় সঞ্চয় ব্যবস্থা ঃ

আইসিভিজিডি উপকারভোগীগণ ভিজিডি কর্মসূচির প্রচলিত সঞ্চয় স্কীমের সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকবে। এছাড়া স্বপ্রণোদিত সঞ্চয় সৃষ্টির জন্য আইসিভিজিডি মহিলা দলকে একটি ফোরাম হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। সঞ্চয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলীয় ভিত্তিতে হতে পারে। এই দলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সঞ্চয় পুনরায় বিনিয়োগ হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আর্থিক উৎসের বহুমুখীকরণ সৃষ্টি হবে যা আর্থিক অভিঘাত মোকাবেলার একটি বড় সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। এই স্বপ্রণোদিত সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনায়/ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী এনজিও সমূহ আইসিভিজিডি গ্রুপসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৪.৮ আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থিক অনুদান ঃ

প্রত্যেক আইসিভিজিডি উপকারভোগী জিটুপি (G2P) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এককালীন ১৫,০০০/-(পঁনের) হাজার টাকা নগদ আর্থিক অনুদান পাবেন। এই প্রকল্পের একলক্ষ উপকারভোগী এই সুবিধার আওতায় আসবেন। উপকারভোগীগণ তাদের হিসাব বিবরণী দাখিল করবেন এবং কোন ব্যাংক/মোবাইল হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করবেন তা অবহিত করবেন। প্রয়োজনে বাস্তবায়নকারী এনজিও ব্যাংক বা মোবাইল ভিত্তিক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করবে। উপকারভোগীগণ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর উপযুক্ত ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিল সাপেক্ষে আর্থিক অনুদান লাভ করবেন। ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যে সকল তথ্য ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে তা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (সোনালী ব্যাংক)

- পূরণকৃত ব্যাংক হিসাব ফরম
- সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- সংশ্লিষ্ট হিসাবধারী কর্তৃক নমিনীর সত্যায়িত ১ কপি ছবি
- জন্ম নিবন্ধন/নাগরিকত্ব সনদ

DWA জিটুপি (G2P) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইসভিজিডি উপকারভোগীর ব্যাংক বা মোবাইল হিসাবে আর্থিক মঞ্জুরী স্থানান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। UWAO ব্যাংক হিসাব বিবরণীসহ উপকারভোগীর তালিকা আইসিভিজিডি-এর প্রকল্প পরিচালক-এর নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক তালিকা যাচাই-বাছাই শেষে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। এরপর আইসিভিজিডি উপকারভোগীগণের ব্যক্তিগত একাউন্টে নগদ আর্থিক মঞ্জুরী/সহায়তা স্থানান্তরের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগকে উপকারভোগীর তালিকা প্রেরণের পাশাপাশি অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করবে। বাস্তবায়নকারী এনজিও প্রত্যেক উপকারভোগী কর্তৃক হিসাব খোলা আছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইসিভিজিডির দুঃস্থ মহিলা সদস্যগণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার সাথে সম্পৃক্ত হবেন এবং ব্যাংকের অন্যান্য সুবিধাদি যেমন সঞ্চয়, অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

৪.৯ উপকারভোগীদের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল ঃ

প্রত্যেক আইসিভিজিডি উপকারীভোগীকে প্রতি মাসে ৩০.৩০ কেজি করে ২ বছরের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল প্রদান করা হবে। ২ বছরের এই সময়কে 'ভিজিডি চক্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। উক্ত ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সাধারণ মানের চাল দেয়া হয়। তবে কয়েকটি উপজেলায় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ চাল বিতরণের আওতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু ভিজিডি কর্মসূচি একটি নিদিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাল সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করে, সেহেতু আইসিভিজিডি কর্মসূচি ভিজিডি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হতে পারে। অর্থাৎ আইসিভিজিডি উপজেলাসমূহে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ চাল বিতরণের ক্ষেত্রে ভিজিডি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৫. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ঃ

আইসিভিজিডি কর্মসূচির আওতায় অভিযোগ প্রতিকারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভিজিডি কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে বেশ কিছু পদক্ষেপ/উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ইউনিয়ন অফিস প্রাঙ্গনে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ লেখা এবং বাক্সে রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।
- চাল বিতরণের দিন একটি 'অস্থায়ী বুথ' স্থাপন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে ভিজিডি/আইসিভিজিডি মহিলাগণের কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে তার জবাব দেয়া সম্ভব হয়। এই সেবা বুথ কার্ড বিতরণ ও অভিযোগ নিরসনে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কর্মকর্তা ও বাস্তবায়নকারী এনজিও কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি অভিযোগসমূহ পর্যলোচনা করবে এবং পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টি ফলোআপ করবে। এক্ষেত্রে গোপনীয়তা অনুসরণ করতে হবে এবং অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অভিযোগ সমূহের তথ্যাদি হালনাগাদ করবেন এবং অভিযোগ সমূহের বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। ভিজিডি এবং আইসিভিজিডি কর্মসূচির মহিলাদের নিকট নারী ও শিশুদের সহিংসতা প্রতিরোধ গঠিত জাতীয় হেল্পলাইন-এর বিস্তারিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে। হেল্পলাইনে নারী ও শিশুদের সহিংসতা বিষয়ে অভিযোগ নিবন্ধন করা যাবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে হ্যান্ডআউট ও পোস্টার বিতরণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ও ইউনিয়নের সেসব জায়গায় জনসমাগম বেশি ঘটে সেসব জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই হ্যান্ড আউট ও পোস্টারসমূহে ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন নম্বর **১০৯** উল্লেখ থাকবে। আইসিভিজিডি কর্মীরা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও এ বিষয়ে গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ভিজিডি সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। এছাড়া, আইসিভিজিডি-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সাথে যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬. পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণ ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করণ এবং এর উপর ভিত্তি করে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন এর ভূমিকা অপরিসীম। ইউনিয়ন পরিষদ ও বাস্তবায়নকারী এনজিও কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করবে। মাঠপর্যায়ের DWA অফিসসমূহ (UWAO এবং DWAO) কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবীক্ষণ করবে এবং অগ্রগতির যথার্থতা যাচাই করবে। লীড এনজিওসমূহ ডব্লিউএফপি এবং ডিডব্লিউএ-কে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেবে এবং অংশীজনদের প্রতিবেদন তৈরী, মান পরিবীক্ষণ ও যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবধরণের সহায়তা প্রদান করবে।

এই কর্মসূচির প্রত্যেক অংশীজনের জন্য বিস্তারিত পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন পরিকল্পনা সারণী 'ক' ও 'খ' তে বিবৃত করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ডব্লিউএফপি কর্তৃক প্রস্তুত করা হবে এবং আইসিভিজিডি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত টুল সমূহ চূড়ান্ত করা হবে। চূড়ান্ত করণের পর উক্ত টুলসসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইসিভিজিডি কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের ৬৪ জেলার সকল অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। প্রকল্পের সকল অংশীদারগণকে সারণী ক ও খ অনুযায়ী পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রতিপালন করতে হবে।

ক। প্রতিবেদন ছক ঃ

প্রতিবেদন স্তর	প্রতিবেদন ইউনিট	প্রতিবেদনের নাম	প্রতিবেদন পরিকল্পনা	প্রতিবেদন জমার সময়সীমা	প্রতিবেদন প্রক্রিয়া	গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
ইউনিয়ন	১.ইউনিয়ন পরিষদ	মাসিক খাদ্য বিতরণ প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	UWAO পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে	ভিজিডি এমআইএস-এর মাধ্যমে	ইউপি যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে খাদ্য বিতরণ আদেশ জারী করা যাবে না।
উপজেলা	২. UWAO	উপজেলা খাদ্য বিতরণ প্রতিবেদন	মাসিক		ভিজিডি এমআইএস	UWAO প্রতিনিয়ত এমআইএস পর্যবেক্ষণ করবে যাতে ইউপি সময়মত প্রতিবেদন আপলোড করে।
		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	মাসিক	DWAO	ভিজিডি এমআইএস	
	৩. উপজেলা ভিজিডি কমিটি	এনজিও কর্মকৃত্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	DWA	হার্ডকপি সংরক্ষণ ও ভিজিডি এমআইএস আপলোড	DWA সহযোগী এনজিও টুলস-এর সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করবে।
	৪. বাস্তবায়নকারী এনজিও	প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন	মাসিক	UWAO পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে	ভিজিডি এমআইএস-এর মাধ্যমে	
		ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/সময়সূচী	ত্রৈমাসিক	UWAO	ভিজিডি এমআইএস	UWAO এবং DWAO পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।
		ভিজিডি চক্রের সমাপ্তি প্রতিবেদন	প্রতি চক্রে একবার	ভিজিডি চক্রের শেষের একমাস পূর্বে	হার্ডকপি সংরক্ষণ ও ভিজিডি এমআইএস আপলোড	ছকের বাইরে অতিরিক্ত তথ্য প্রতিবেদনে থাকতে পারে।
		আইসিভিজিডি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন	ত্রৈমাসিক	পরবর্তী কোয়ার্টারে ৭ তারিখের মধ্যে	ভিজিডি এমআইএস	ভিজিডি প্রতিবেদনের পাশাপাশি এনজিও তাদের প্রতিবেদন দাখিল করবে।
জেলা	DWAO	জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	মাসিক	DWAO	ভিজিডি এমআইএস	DWAO এমআইএস পরিবীক্ষণ করবেন যাতে ইউপি তাদের প্রতিবেদন সময়মত আপলোড করে।
	নেতৃত্ব এনজিও	প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	মাসিক ও ত্রৈমাসিক	ডাব্লিউএফপি এবং DWA	ভিজিডি এমআইএস	প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রতিবেদনের টুলস-এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

খ। পরিবীক্ষণ ছক ঃ

স্তর	কমিটি/টিম/ইউনিট	কোন বিষয়ে মনিটরিং	মনিটরিং প্রক্রিয়া	মনিটরিং পরিকল্পনা	ফাইন্ডিংস ও তথ্যের ব্যবহার
কেন্দ্রীয় পর্যায়	প্রোজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি	- বাস্তবায়নকারী এনজিওর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা - জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি কমিটির কার্যকারিতা - উপকারভোগী নির্বাচন	-সাক্ষাৎকার (ডিসি, ইউএনও, ডিডাব্লিওএও, ইউডাব্লিওএও, এনজিও) - ডকুমেন্ট রিভিউ -এফজিডি	- বছরে কমপক্ষে একটি টিম দুইটি জেলা পরিদর্শণ করবে	-ফিল্ড ফাইন্ডিংস প্রোজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং এ উপস্থাপন - আইসিভিজিডি প্রকল্পের নকশা বা পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন লাগলে সুপারিশ করা
	প্রোজেক্ট ইম্প্লিমেন্টেশন কমিটি	- বাস্তবায়নকারী এনজিওর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা - জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি কমিটির কার্যকারিতা - উপকারভোগী নির্বাচন	-সাক্ষাৎকার (ডিসি, ইউএনও, ডিডাব্লিওএও, ইউডাব্লিওএও, এনজিও) - ডকুমেন্ট রিভিউ -এফজিডি	- বছরে কমপক্ষে দুইটি টিম চারটি জেলা পরিদর্শণ করবে	-ফিল্ড মনিটরিং ফাইন্ডিংস প্রোজেক্ট ইম্প্লিমেন্টেশন কমিটির মিটিং এ উপস্থাপন - আইসিভিজিডি প্রকল্পের নকশা বা পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন লাগলে সুপারিশ করা
	ভিজিডি পিএসইউ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ও আইসিভিজিডি প্রোজেক্ট ইউনিট	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়ন যাচাই	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	- বছরে কমপক্ষে একটি ভিজিট	-ফিল্ড ফাইন্ডিংস পিএসইউতে শেয়ার করা এবং সে অনুযায়ী পেমেন্ট দেওয়া - সকল ভিজিডি/আইসিভিজিডি এর ফাইন্ডিংস একত্রিকরণ - কার্যকরি মিটিং এ শেয়ার করা
	আইসিভিজিডি প্রোজেক্ট ইউনিট ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক মূল্যায়ন	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	- বছরে কমপক্ষে ৪ টি ভিজিট	-ফিল্ড মনিটরিং ফাইন্ডিংস প্রোজেক্ট ইম্প্লিমেন্টেশন কমিটির মিটিং এ উপস্থাপন - আইসিভিজিডি প্রকল্পের নকশা বা পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন লাগলে সুপারিশ করা

স্তর	কমিটি/টিম/ইউনিট	কোন বিষয়ে মনিটরিং	মনিটরিং প্রক্রিয়া	মনিটরিং পরিকল্পনা	ফাইন্ডিংস ও তথ্যের ব্যবহার
	আইসিভিজিডি ফিল্ড সুপারভাইজার	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	-সপ্তাহে কমপক্ষে ২ টি ভিজিট	আইসিভিজিডি এমআইএস এর মাধ্যমে প্রোজেক্ট ইউনিটে জমা দেয়া
জেলা পর্যায়	ডিডাব্লিউএও	-খাদ্য বিতরণ পরিদর্শন -প্রশিক্ষণ পরিদর্শন	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	মাসে ২টি ভিজিট (৩ মাসে অন্তত ২ টি ভিজিট আইসিভিজিডি প্রকল্পের এলাকায়)	- ত্রৈমাসিক জেলা ভিজিডি মিটিংএ ফাইন্ডিংস শেয়ার - ডিডাব্লিউএ'র সাথে শেয়ার - বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ফিডব্যাক
উপজেলা	ইউডাব্লিউএও	-খাদ্য বিতরণ পরিদর্শন -প্রশিক্ষণ পরিদর্শন	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	মাসে ৪টি ভিজিট	-মাসিক/ত্রৈমাসিক উপজেলা ভিজিডি মিটিংএ ফাইন্ডিংস শেয়ার - ডিডাব্লিউএ'র সাথে শেয়ার - বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ফিডব্যাক
উপজেলা	বাস্তবায়নকারী এনজিওর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ	-খাদ্য বিতরণ পরিদর্শন -প্রশিক্ষণ পরিদর্শন	পরিমানগত ও গুনগত -ডকুমেন্ট রিভিউ -সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	মাসে ২টি ভিজিট	-মাসিক সমন্বয় সভায় ফাইন্ডিংস শেয়ার ও আলোচনা - গ্যাপ চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ

৬.১ ব্যবহারিক গবেষণা ও প্রকল্পের ফলাফল নিরুপণ ঃ

আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গবেষণা পরিচালনা করা হবে। কর্মসূচির দক্ষতা নিরূপণের জন্য বিশেষ করে গুণগতমান, আওতা এবং ফলপ্রসূ/কার্যকারিতার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। এ গবেষণার মাধ্যমে, এ কর্মসূচির মানোন্নয়নে বিশেষ করে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে DWA এর সক্ষমতা নিরুপণ করা হবে। সর্বোপরি সেবাদান এবং এর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হচ্ছে কিনা তাও পরিবীক্ষণ করা হবে। আইসিভিজিডি ব্যবহারিক গবেষণা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করবেঃ

- উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- সহায়তা প্রদানের ধরণ
- প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যকারিতা
- পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন পদ্ধতি
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে মানব সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ে সক্ষমতা

সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দ্রুত সমাধান করা আবশ্যক। উচ্চ মানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি প্রারম্ভিক পয়েন্ট স্থাপন যেখান থেকে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের ফলাফল নিরুপণের জন্য এ ব্যবহারিক গবেষণা ছাড়াও ডাব্লিউএফপি এর সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের প্রারম্ভে আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য একটি বেইজলাইন সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের শেষে উপকারভোগীদের জীবনমান কতটুকু উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণের জন্য একটি ইমপ্যাক্ট স্টাডি পরিচালনা করা হবে। বেইজলাইন সমীক্ষাকে ভিত্তি করে ইমপ্যাক্ট স্ট্যাডি প্রকল্পের সফলতা পরিমাপ করবে। অধিকন্তু ডাব্লিউএফপি-এর সহায়তায় DWA এ প্রকল্পের অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা সম্পন্ন করবে।

৭. উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আইসিভিজিডি কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে ভিজিডি ফ্রেমওয়ার্ক-এর আওতায় বেশকিছু সংস্কার বাস্তবায়ন করবে যা এনএসএসএস (NSSS) এর প্রস্তাবনার আলোকে ভিজিডি কর্মসূচিকে ভিডাব্লিউবি (VWB) কর্মসূচিতে রুপান্তর করবে। সংস্কার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সংশোধিত 'সক্ষমতা বৃদ্ধি কৌশল' তৈরি করা যার মূল লক্ষ্য হবে ভিজিডি উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, জীবন দক্ষতার বিকাশ ঘটানো এবং নিজেদের ব্যবসা ও আর্থিক বিষয়াদি দক্ষতার সাথে পরিচালনার সক্ষমতা তৈরী করা। বাস্তবায়নকারী এনজিও সারা বছরব্যাপী উপকারভোগীদের বিস্তৃত ব্যবসা সহায়তা সেবা প্রদান করবে। মাঠ পর্যায়ের DWA অফিস ও লীড এনজিও উপকারভোগীদের ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সবধরণের সহায়তা প্রদান করবে। এই সহায়তাসমূহ হলো স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গভিত্তিক সমস্যার সমাধান, সহজ অর্থায়ন, ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ স্থাপন এবং পরিবার ও সমাজে উপকার ভোগীদের ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা। এ ধরণের পুর্নগঠন/পুনর্বিন্যাস ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত উদ্ভাবনসমূহ পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

ক. শিশু পরিচর্যা সুবিধা

মহিলা অধিপ্তরের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি বিবেচনার পাশাপাশি আইসিভিজিডি উপকার ভোগীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিশু পরিচর্যা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে। এটি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সংক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করবে এবং তারা প্রশিক্ষণে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন।

খ. ইউনিয়ন দুঃস্থ মাহিলা কল্যাণ কমিটি

এই কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলা জনপ্রতিনিধি, ভিজিডি উপকারভোগী, কন্টাক্ট উইমেন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য মহিলাদের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আইসিভিজিডিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ মডিউলের ওপর একটি স্থানীয় রিসোর্স পুল তৈরী করা যারা অন্যদের সক্ষমতা তৈরীতে কাজ করবে। এ কমিটি এমন একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে যেটি ইউনিয়ন পর্যায়ে

মহিলাকেন্দ্রীক উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং বিভিন্ন সাহায্য যাতে সঠিক ব্যক্তির নিকট পৌছায় তা সমন্বয় করা। সমাজে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে এ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ. ইউনিয়ন ক্রয় ও ব্যবসা সহায়তা কমিটি

আইসিভিজিডি উপকারভোগী ও স্থানীয় পর্যায়ে রিসোর্স পার্সনদের নিয়ে ইউনিয়ন ক্রয় ও ব্যবসা সেবা সহায়তা কমিটি গঠন করা হবে। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি সম্পসারণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং আইসিভিজিডি মহিলা সদস্যদের নিকট গ্রহণযোগ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির উদ্দেশ্য হলো আইসিভিজিডি উপকারভোগীদের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট মান সম্পন্ন উপকরণ সংস্থানে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যদি উপকারভোগীদের কোন একটি দল মৎস্য চাষে বিনিয়োগ করতে চান, সে ক্ষেত্রে এ কমিটি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ সদস্য অর্থাৎ মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধির সহযোগিতা নিয়ে উন্নতমানের মাছের পোনা বিক্রয় করে এমন মৎস্য হ্যাচারীর সাথে সংযোগ স্থাপন/পরিচয় করিয়ে দেবে। কমিটি প্রয়োজনে আইসিভিজিডি উপকারভোগীগণকে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায় হতে ব্যবসা সহায়তা সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

৮. গুরুতর তহবিল তসরুফ সমস্যার নিরসণ ঃ

গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইসিভিজিডি মহিলাদের খাদ্য বিতরণ স্থগিত বা বাতিল করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের বরাদ্দ বাতিল করতে পারে। যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনিয়মের সাথে যুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। DWA সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবে। নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে।

- যদি আইসিভিজিডি মহিলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যতয় ঘটে;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের আলোকে সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে অসমর্থ হওয়া;
- খাদ্য বিতরণে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে;
- খাদ্য পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নিবার্হের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও তসরুফ পরিলক্ষিত হলে;
- খাদ্য চালান, বিতরণের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা না হলে এবং প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা না হলে।

খাদ্যশস্য পরিবহন অথবা বিতরণ প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান, সচিব অথবা সদস্যের বিরুদ্ধে তসরুফের বিষয় প্রমাণিত হলে DWA জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ১০০% জরিমানাসহ তসরুফকৃত অর্থ দাবী করবে। এক মাস সময়ের মধ্যে সে অর্থ ফেরত প্রদান করতে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আইসিভিজিডি কর্মসূচির যে কোন পর্যায়ে কোন সহযোগী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ অথবা ভুল তথ্য উপস্থাপনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে MoWCA ও DWA সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারে। নির্দেশিকায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ ব্যতীত, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় কর্মসূচির ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও তহবিল তসরুফের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৯. অডিট ঃ

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী জিওবি অংশের অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ/বহিঃ অডিট/নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পিএ অংশ যা কারিগরী সহায়তায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয়েছে তার নিরীক্ষার বিষয়ে জাতিসংঘের বহিঃ নিরীক্ষা প্যানেল সাধারণ নীতিমালা অনুসরণে ডাব্লিউএফপি এর কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচালিত হবে।

১০. আইসিভিজিডি-২য় পর্যায় প্রকল্পের উত্তরণ কৌশল ঃ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন আলাদা কর্মসূচি সমূহকে বৃহত্তর কর্মসূচির আওতায় এনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নিয়েছে। এটি মূলত মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকিকে প্রশমিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে যা সাধারণত 'জীবন চক্র পদ্ধতি' হিসেবে পরিচিত। এরই অংশ হিসেবে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা ও ভিজিডি কর্মসূচি একীভূত করে নতুন করে ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট কর্মসূচি (VWB) নামে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য মানব উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকার নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করবে। (এনএসএস পৃষ্ঠা- ৫২ অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭)। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের এই অঙ্গীকার অনুযায়ী ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে ২০১৫ সালে আইসিভিজিডি কার্যক্রম শুরু করা হয়। আইসিভিজিডি দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মজীবনে বিরাজমান সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করবে। এছাড়া আইসিভিজিডি দুঃস্থ মহিলাদের এককালীন নগদ সহায়তার পাশাপাশি মানব উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সহায়তা, নিবীড় পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। একই সাথে তাদের বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে কাজ করবে। আইসিভিজিডি এর পূর্বের পর্যায় থেকে বর্তমানে কিভাবে ভিডাব্লিউবি (VWD) কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

-১৫,০০০ হাজার টাকা নগদ সহায়তা, পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল এবং উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৮ সালে ০৮টি উপজেলায় ভিজিডিকে আইসিভিজিডি হিসেবে পুনবিন্যাস/পুনর্গঠন করা হয়।

-দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা উদ্যোক্তা সহায়তা, ভ্যালুচেইন ও আর্থিক সাক্ষরতা (আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান) উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১৯-২০২২ সালে ৬৪ জেলায় আইসিভিজিডি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করা হয়।

-জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অঙ্গীকার অনুযায়ী ৩২ লক্ষ মহিলাকে VWB কর্মসূচির আওতায় এনে ২০২৩ সাল আইসিভিজিডিকে VWB কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হবে।

১১. গ্যান্টচার্ট আইসিভিজিডি- ২য় পর্যায় ঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা থেকে এই গ্যান্ট চার্ট গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রয়োজনের নিরিখে সংশোধন করা হবে।

ক্রমিক নং	কাজের বিভাজন	বছর-১				বছর-২				বছর-৩			
		১প	২প	৩প	৪প	১প	২প	৩প	৪প	১প	২প	৩প	৪প
১	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও এসওপি চূড়ান্তকরণ												
২	কর্মী নিয়োগ এবং বাস্তবায়নকারী এনজিও নির্বাচন												
৩	কেন্দ্রীয় ও উপজেলা পর্যায়ে পরিচিতি												
৪	উদ্বোধন (কেন্দ্র ও উপজেলা পর্যায়ে)												
৫	আয়বৃদ্ধিমূলক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং এনজিও কর্মীদের IGA মডেলের উপর প্রশিক্ষণ												
৬	নগদ সহায়তা প্রদান ও চুক্তির জন্য আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ												
৭	স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন												
৮	টিওটি- উদ্যোক্তা উন্নয়ন												
৯	টিওটি- বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন এর ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ												

১০	টিওটি- আর্থিক সক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ												
১১	টিওটি- ভ্যালু চেইন ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ												
১২	টিওটি- জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভিএইডস, মাদকাসক্ত ও নারী ক্ষমতায়ন)												
	বাস্তবায়ন												
১৩	উপকারভোগী নির্বাচন ও গ্রুপ গঠন												
১৪	সেলফ হেল্প গ্রুপ পরিচিতি												
১৫	পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল বিতরণ												
১৬	মাতৃ ও শিশু, খাদ্য ও পুষ্টি এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
১৭	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উপকারভোগীর ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
১৮	বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও IGA প্রশিক্ষণ												
১৯	বিনিয়োগ অনুদান												
২০	ব্যবসা ও সম্পদ ক্রয়ে বিনিয়োগ												
২১	আর্থিক সাক্ষরতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ												
২২	ভ্যালু চেইন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
২৩	জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভিএইডস, মাদক ও নারীর ক্ষমতায়ন)												
২৪	দলীয় নেতাদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ												
২৫	**সমন্বয়ক ও পরিবীক্ষণ**												
২৬	পিআইসি সভা												
২৭	পিএসসি সভা												
২৮	যৌথ পরিবীক্ষণ												
২৯	**প্রমাণক সৃজন ও প্রতিবেদন**												
৩০	বেইজলাইন সার্ভে												
৩১	এন্ডলাইন সার্ভে												
৩২	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (বর্ণনামূলক)												

সংযোজনী ক ঃ

বাস্তবায়নকারী এনজিওর সার্ভিস চার্জ প্রদান পদ্ধতি ঃ

বাস্তবায়নকারী এনজিও'র কার্যক্রম রেটিং এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। রেটিং লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হলে শতভাগ সার্ভিস চার্জ প্রাপ্ত হবেন, রেটিং ৬০%-৯৯% এর মধ্যে হলে আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ প্রাপ্ত হবেন। তবে যে সকল বাস্তবায়নকারী এনজিও সার্ভিস ডেলিভারীতে লক্ষ্যমাত্রা ৬০% অর্জনে ব্যর্থ হবে, সে সকল বাস্তবায়নকারী এনজিও কোনভাবেই সার্ভিস প্রাপ্য হবে না। পূর্ববর্তী কার্যক্রম সম্পাদন সাপেক্ষে সেবা বাবদ সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবে। কোন বাস্তবায়নকারী এনজিও পর পর তিন বার ৬০%-৭৯% রেটিং অর্জন করলে উক্ত বাস্তবায়নকারী এনজিওর সার্বিক মূল্যায়ন নেতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন বাস্তবায়নকারী এনজিওর অর্জন পর পর তিন বার ৬০% এর নীচে হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার চুক্তি পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

সার্ভিস চার্জ প্রদান পদ্ধতি ঃ

চক্রের প্রথম বছর

কিস্তি	মেয়াদ ও কর্মকান্ড	পরিমাণ	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট
১. প্রথম জানুয়ারী - মার্চ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ২(দুই) মাসের মধ্যে ২য় পক্ষ উপজেলা ভিত্তিক ০১) অফিস সেটআপ ০২) কর্মচারী নিয়োগ, ০৩) চুক্তি পত্রে সংযুক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য।	২০%	বর্ণিত কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা (অফিস সেটআপ, জনবল নিয়োগ,কর্মীর নিয়োগপত্র, বাড়ীভাড়ার চুক্তিপত্র, ঞড়ঞ, উপকারভোগীর দল গঠন, ট্রেনিং প্লান, প্রশিক্ষণ উপকরণ) ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যসম্পাদন প্রত্যয়ন পত্র। পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ মার্চের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন। উল্লেখ্য যে, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/এনজিও অবশ্যই কর্মীর বেতন ভাতাদি কর্মীর নিজস্ব একাউন্টে পরিশোধ করবেন।
২.দ্বিতীয়এপ্রিল-জুন	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরনের উপর জুলাই মাসের মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য।	২৫%	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট। ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ছবিসহ (গুণগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
৩. তৃতীয় জুলাই-সেপ্টেম্বর	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের উপর অক্টোবর এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য।	২৫%.	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রস্তুতকৃত পারফরমেন্স রিপোর্ট। ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুণগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
৪. চতুর্থ অক্টোবর-ডিসেম্বর	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট,বেনিফিসিয়ারীর পরিবর্তন মূল্যায়ন, সঞ্চয় ফেরৎ দান ও সেবা প্রদানের মান যাচাই, নিশ্চিতকরণের উপর জানুয়ারী এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য।	৩০%	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রস্তুতকৃত পারফরমেন্স রিপোর্ট। ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুণগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
	পরিশোধযোগ্য সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মোট পরিমাণ	১০০%	

চক্রের দ্বিতীয় বছর

কিস্তি	মেয়াদ ও কর্মকান্ড	পরিমাণ	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট
১. প্রথম জানুয়ারী-মার্চ	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের উপর এপ্রিল এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য	২৫%	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট, ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরনী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুনগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান কর্ম-পরিকল্পনা জমাদান। পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ মার্চের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
২. দ্বিতীয় এপ্রিল-জুন	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের উপর জুলাই এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য	২৫%	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট, ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুনগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
৩. তৃতীয় জুলাই-সেপ্টেম্বর	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের উপর অক্টোবর এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য	২৫%.	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট, ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরনী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুনগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন।
৪. চতুর্থ অক্টোবর-ডিসেম্বর	২য় পক্ষের কার্যক্রম মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সেবা প্রদানের মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের উপর জানুয়ারী এর মধ্যে সার্ভিস চার্জ প্রদান যোগ্য	২৫%	মাঠ পর্যায় হতে (জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার স্বাক্ষরে) প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট, ফান্ড রিকোয়েস্ট লেটার, ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (গুনগত ও পরিমানগত) পরবর্তী কোয়াটারের ট্রেনিং প্লান ও কর্ম-পরিকল্পনা ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমাদান নিশ্চিত করবেন। দুই বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (সমাপ্তি রিপোর্ট)।
	পরিশোধযোগ্য সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মোট পরিমাণ	১০০%	

সংযোজনী খ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা।

স্মারকনম্বর: ৩২.০০.০০০০.০৫৯.১৪.০০১.২০-০৪ তারিখ:০ /০৩/২০২০

বিষয়: **"Investment Component for Vulnerable Group Development Programme (2nd Phase)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।**

গত ০২/০৩/২০২০ তারিখ রোজ সোমবার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে "Investment Component for Vulnerable Group Development Programme (2nd Phase)" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পতাকা 'ক' এ দেখানো হলো।

শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে, প্রকল্পটি অনুমোদনের বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি তেমন হয়নি। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক দাপ্তরিক কাজে ঢাকার বাহিরে থাকায় উপ প্রকল্প পরিচালককে পিআইসি সভার কার্যপত্র বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের আহবান জানান। উপ প্রকল্প পরিচালক বিস্তারিতভাবে পিআইসি সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। আলোচনা শেষে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ গৃহীত হয়ঃ

আলোচনা ও সুপারিশসমূহঃ

ক্রমিক	আলোচনা	সুপারিশসমূহ
আলোচ্য বিষয়-১: জনবলনিয়োগ	সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬ জন জনবল নিয়োগের বিষয়টি ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ছাড়া অবশিষ্ট ১২জন জনবলের নিয়োগ আউট সোর্সিং ফার্মের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগ, ২০/২/২০২০ তারিখে সম্মতি জানিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত ১২(বার) জন জনবল অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুয়ায়ী আউট সোর্সিং ফার্মের মাধ্যমে নিয়োগে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করনে।	অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুয়ায়ী আউট সোর্সিং ফার্মের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইসিভিজিডি প্রকল্প ইউনিট এ কাজটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করবে।

আলোচ্য বিষয়-২: Revised Implementation Guideline	সভায় জানানো হয় যে, ICVGDP (Phase-I) প্রথম পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Implementation Guideline অনুসরণ করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। ICVGDP (2nd Phase) দ্বিতীয় পবে প্রথম পর্বের অনুমোদিত গাইড লাইনটির কিছু জায়গায় ডিপিপি অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত বিধায় Implementation Guideline-এ সংশোধনীর বিষয়গুলো ডিপিপির সাথে মিল রেখে উপকারভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার, সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, চাহিদা অনুযায়ী নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, ইনোভেশন, প্রকিউরমেন্ট প্লান সংশোধণ করা হয়েছে, যা সভায় উপস্থাপন করা হয়। বর্ণিত সংশোধনসমূহ যুগোপযোগী বিধায় উপস্থিত সকলে এ সংশোধনের সাথে একমত পোষণ করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সভাপতি অতিসত্বর জেলা, উপজেলা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীকে তাদের লীড এনজিও এর মাধ্যমে কার্যক্রম দ্রুত ওরিয়েন্টেশন করার জন্য আহবান করেন। ওরিয়েন্টেশনের তারিখ সমূহ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রস্তাবনায় মার্চ : ১৯, ২০২০ (১ ব্যাচ) মার্চ- ২২, ২০২০ (২ ব্যাচ) মার্চ - ২৩, ২০২০ (২ ব্যাচ) মার্চ - ২৪, ২০২০ (১ ব্যাচ)	সংশোধিত Revised Implementation Guideline অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীকে অতিসত্বর প্রকল্পের কার্যক্রম ওরিয়েন্টেশন করতে প্রস্তাবিত তারিখসমূহ অনুসরন করতে হবেঃ ১ম ব্যাচ: ১৯.০৩.২০২০ এবং ২৪.০৩.২০২০ ২য় ব্যাচ: ২২.০৩.২০২০ এবং ২৩.০৩.২০২০
আলোচ্য বিষয়-৩: এনজিও নির্বাচন নির্ণায়ক (Criteria) নির্ধারণ	সভায় জানানো হয় যে, ৬টি লীড এনজিও ইতোমধ্যে WFP-এর Guideline অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া ICVGDP (2nd Phase) প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের সুবির্ধাভোগী প্রশিক্ষণে আরো	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে এ সেবা কার্যক্রমে ৩২টি এনজিও নির্বাচন দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

	৩২টি এনজিও নির্বাচন করতে হবে, যা জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এ ৩২টি এনজিও নির্বাচনের নির্ণায়ক নির্ধারণ করা হয়েছে। যা সভায় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়। এনজিও নির্বাচনের নির্ণায়কসমূহ যথার্থ বলে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	
আলোচ্য বিষয়-৪: বিবিধ	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অর্থ ছাড়, গাড়ী ক্রয় এবং অন্যান্য আনুষংগিক কার্যাদি শুরু করতে উপস্থাপিত সকলে তাগাদা দেন। এ অর্থ বছরে আর মাত্র ৪(চার) মাস সময় বাকী আছে। সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সংশোধনীসহ জরুরীভিত্তিতে অন্যান্য কার্যক্রম শুরু এবং বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শ মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের-ভিজিডি কমসূচী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শ মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের - ভিজিডি কর্মসূচী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে সদস্য কো-অপ্ট করতে হবে। সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সংশোধন এবং প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম যথা: অর্থ ছাড়সহ গাড়ী ক্রয় দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/৬/২০২০

পারভীন আকতার
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

Investment Component for Vulnerable Group Development Programme (2nd Phase)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পিআইসি সভার অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতির তালিকাঃ

স্থান: মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ: ০২/০৩/২০২০

ক্র: নং	নাম	পদবী	সংস্থার নাম	ফোন নং	ইমেইল
১	ড: অন্জন কুমার দেব রায়	ডেপুটি সেক্রেটারী	ইআরডি, মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স	০১৭১৫৬৩০৮৯৯	
২	জনাব তাহমিনা তাসলিম	সিনিয়র এ্যাসিট্যান্ট চিফ	একনেক শাখা, পরিকল্পনা ডিভিশন	০১৭২৬৯০৫০৯৮	
৩	জনাব প্রদীপ কুমার মহাত্তম	ডেপুটি চিফ	পরিকল্পনা কমিশন	০১৭১৫৪০১৮৮৫	
৪	জনাব মো: হেলাল খান	ইভালুয়েশন অফিসার	আইএমইডি	০১৭০৭৬৫৪৯১০	
৫	জনাব কামরুন নাহার	ডেপুটি ডিরেক্টর (পরি: ও মূল্যায়ন)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০১৭১১১৬১৬১৯	
৬	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	রিসার্চ অফিসার (পরিকল্পনা)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০১৯১৬৮১৯২৮২	
৭	জনাব শারমিন সাহিন	ডেপুটি ডিরেক্টর - ভিজিডি	মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর	০১৭৩১৫১৯০৫৫	
৮	জনাব এস এম শাকিল আখতার	ডেপুটি চিফ – পরিকল্পনা এবং উপ প্রকল্প পরিচালক, আইসিভিজিডি	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৯১২৮৮৪৪৯৯	
৯	জনাব আমাতুজ জোহরা	সহকারী প্রকল্প পরিচালক, আইসিভিজিডি	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০১৭৬৮৬৮৮১৭৩	
১০	জনাব মাহমুদ আলী	ডেপুটি চিফ – পরিকল্পনা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৮১৮৬৪১৪৬৪	
১১	জনাব নিলুফার ইয়াসমিন	ডেপুটি সেক্রেটারী	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৭৩৭৪৩৪৩৩৫	
১২	জনাব মাসিং নেওয়ার	সিনিয়র প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী		
১৩	জনাব নাইমুল সাইফ	প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী		
১৪	জনাব কামাল শরীফ	এম আই এস অফিসার	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী		
১৫	জনাব কাকলি চক্রবর্তী	প্রোগ্রাম এ্যাসোসিয়েট	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী		

সংযোজনী গ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ শাখা
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

বিষয়: ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসি ভিজিডি) - ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পিএসসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : কাজী রওশন আক্তার
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।
তারিখ : ১১ নভেম্বর ২০২০
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান : সভাকক্ষ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি পরিকল্পনা বিভাগ কতৃক ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের জনবল নিয়োগ/মনোনয়ন এবং অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং মার্চ, ২০২০ থেকে করোনা জনিত উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় সম্ভব হয়নি। এ পযর্ন্ত প্রকল্পের কোন নিয়মিত/পূর্ণকালীন জনবল নিয়োগ প্রদান করাও হয়নি। প্রকল্প পরিচালক, উপপ্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক এবং হিসাব রক্ষক পদে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত/পদায়ন এর মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। প্রকল্পে এ যাবৎ কোন নিয়মিত বা পুর্ণকালীন জনবল নিযুক্ত না হওয়ায় প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যয় সহ অন্যান্য ব্যয় খুবই সীমিত পর্যায়ে আছে। তবে প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা WFP কর্তৃক পিএ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করছে। সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্রকল্পে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৮ সালে ডিপিপি প্রস্তুতের সময় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া ছিল গ্রেড ভিত্তিক। কিন্তু বর্তমানে আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে মাসিক সেবা মূল্য প্রযোজ্য বিধায় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রতি এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া গেছে। জনবল নিয়োগ এর বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিজ্ঞাপন ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থনৈতিক কোড সংক্রান্ত কিছু জটিলতা আছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০২।	২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্র থেকে আইসিভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচন	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ভিজিডি ২০১৯-২০২০ চক্র হতে সুবিধাভোগী নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকলেও বিভিন্ন কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় ২০১৯-২০২০ চক্রের পরিবর্তে ২০২১-২০২২ চক্র হতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হলে তা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। সভায় আরো আলোচনা করা হয় যে, বিগত পিআইসি সভায় ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্র থেকে আইসিভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইএমইডি'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প মেয়াদের বাইরে কোনরূপ কার্যক্রম পরিকল্পনায় রাখার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রকল্পের স্বাভাবিক সময়সীমার মধ্যেই সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু চক্র পরিবর্তন ব্যতীত প্রকল্পের অন্য কোন কার্যক্রম পরিবর্তন হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে কোন অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে চক্র পরিবর্তনের বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করা যেতে পারে।	ক) ২০১৯-২০২০ ভিজিডি চক্রের পরিবর্তে ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্র হতে আইসিভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করবেন। খ) বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করে রাখার জন্য একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক
০৩।	নতুন প্রস্তুতকৃত তিনটি প্রশিক্ষন মডিউল রিভিউ সম্পর্কিত আলোচনা	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, আইসিভিজিডি ১ম পর্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন মূল্যায়ন রিপোর্ট ও উপকারভোগীর চাহিদার ভিত্তিতে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ৪ টি নতুন মডিউল তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৩টি মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। সভায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির প্রতিনিধিবৃন্দ সংক্ষেপে মডিউলের বিষয়বস্তু সভাকে অবহিত করেন। মডিউলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সকলেই ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। তবে পিএসসি সভায় সীমিত সময়ের মধ্যে মডিউল বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় এ বিষয়ে একটি আলাদা ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে একই সাথে ৪টি মডিউল এবং এর বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও আলোচনা করা যেতে পারে।	প্রণীত মডিউলগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে মডিউল সমূহ চূড়ান্ত করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক/ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী
০৪।	সংশোধিত আইসিভিজিডি ইংরেজি গাইড লাইনের বাংলা সংস্করন	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, আইসিভিজিডি প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন গাইডলাইন ইংরেজিতে প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় বিগত পিআইসি সভায় গাইডলাইনটি বাংলাতে প্রণয়ন করার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়, যাতে গাইড লাইনটি মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের জন্য সহজবোধ্য হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির সহায়তায় বর্ণিত গাইডলাইনের বাংলা সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয়েছে।	সভায় গাইড লাইনের বাংলা সংস্করণ অনুমোদন করা হয় এবং বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে বিরোধ হলে ইংরেজি সংস্করণটি	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক/ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		ডব্লিউএফপির প্রতিনিধিবৃন্দ সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলা গাইডলাইনটি ইংরেজি সংস্করণের আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।	প্রাধান্য পাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৫।	ভিজিডির পরবর্তী চক্রের সুবিধাভোগী নির্বাচনে উন্নত সংস্করনের এমআইএস ব্যবহার ও ডব্লিউএফপির কারিগরি সহায়তা গ্রহন	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চলমান ভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডব্লউএফপি) কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। ডব্লিউএফপির প্রতিনিধিবৃন্দ সভাকে অবহিত করেন যে, ভিজিডির পূর্ববর্তী এমআইএসটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে সারাদেশে একযোগে এমআইএসটি ব্যবহার করে ভিজিডির আবেদন গ্রহণ এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয়। ইতোমধ্যে ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্রে এমআইএস এর মাধ্যমে ২২ লাখের অধিক আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর পাশাপাশি এ চক্রে করোনা পরিস্থিতে ভিজিডি আবেদন গ্রহণ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য এটুআই পরিচালিত একসেবা/মাইগভ প্ল্যাটফর্ম এবং ৩৩৩ কল সেন্টারকে যুক্ত করা হয়েছে। তথ্য আপা প্রকল্পের কর্মীদেরও ভিজিডি আবেদন গ্রহণে যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডব্লিউএফপির সহায়তায় একটি প্রচারণামূলক ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। ভিডিওচিত্রটি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে যাতে করে নতুন ভাবে সংযোজিত আবেদন প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে গ্রামীণ নারীদের অবহিত করা যায়। এছাড়া আইসিভিজিডি প্রকল্পে ডব্লিউএফপি নিয়োজিত ৬টি লীড এনজিওর মাধ্যমে ৬৪টি উপজেলায় ভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচনে সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে নুতন এমআইএস প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি সভায় প্রদর্শন করা হয়।	ভিজিডি সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও মনিটরিং করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক/ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী
০৬।	সুবিধাভোগীদের জন্য নির্ধারিত অনুদান ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধিকরন।	প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, আইসিভিজিডি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে পুষ্টি চাল বিতরণের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ৫৪ কোটি টাকা জিওবি থেকে বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু আইসিভিজিডির আওতাভুক্ত উপজেলা সমুহে ভিজিডি কর্মসুচির মাধ্যমে পুষ্টি চাল বিতরণ করা হবে বিধায় এই টাকা ব্যবহৃত হবে না। সেক্ষেত্রে প্রতি সুবিধাভোগীদের জন্য ১৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ অনুদান ৫,০০০ টাকা করে বৃদ্ধি করলে ১ লক্ষ সুবিধাভোগীদের জন্য মোট ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন যা এই অব্যবহৃত খাত থেকে সংস্থান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত অর্থ বিভাগ সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ মত প্রকাশ করেন যে DPP পরিবর্তন ব্যতিত আলোচ্য অনুদান বৃদ্ধি করা যাবে না। এ মুহূর্তে এক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে না।	এ বিষয়ে ডিপিপি পরিবর্তন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম/ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক
০৭।	প্রকল্পের এনজিও নির্বাচন	৩২টি এনজিও নির্বাচনের জন্য TOR রিভিউ করে চূড়ান্তকরনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডব্লিউএফপি প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় অবহিত করেন যে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য ৩টি আলাদা এনজিও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। সভায় এ মর্মে	পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি উপজেলায় কাজ করার উপযোগী এনজিও নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		মত প্রকাশ করা হয় যে, ৩২টির অধিক এনজিও নির্বাচনের কোন সুযোগ না থাকায় বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও NGO নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে শর্ত নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অথবা ToR এ শর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	
০৮।	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লেখিত খাত অনুযায়ী বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড এর আন্তঃখাত সমন্বয়	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্প প্রস্তাবনায় সংযুক্ত বাজেটে একটি আইটেম এর আওতায় একাধিক কোড এক সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে যা আইবাস এ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এছাড়া ইতোমধ্যে আইবাস এর কোড পরিবর্তন হওয়ায় কিছু কোড ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে, ফলে প্রকল্পের অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাতভিত্তিক আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে না। ডিপিসি সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল কোড সংশোধনের বিষয়ে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।	ডিপিসি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল কোড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ উপ প্রকল্প পরিচালক/ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/ মন্ত্রণালয়ের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
০৯।	বিবিধ	আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের পর প্রকল্পের সফলতা এবং শিখন নির্ণয়ের জন্য একটি বেসলাইন ও একটি এন্ডলাইন আসেসমেন্টের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। কারণ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটি পরবর্তীতে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হবে বিধায় প্রকল্পের সফলতা বা প্রামান্য তৈরি এবং শিখণ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে যা পরবর্তী প্রকল্পের কনসেপ্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী সাধারণত অন্য কোন সংস্থাকে দিয়ে এ ধরণের কাজ করিয়ে থাকে। তবে সরকারি পর্যায়ে অন্য সংস্থার মাধ্যমে করানো রিপোর্টের ব্যবহার খুব বেশি একটা হয় না। কিন্তু সরকারের কোন এজেন্সি যদি এই আসেসমেন্ট করে, তবে সরকার এটাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। সে কারনে আইএমইডির মাধ্যমে এই আসেসমেন্টটি করার বিষয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি প্রস্তাব রাখেন। এ প্রসংগে যুগ্মসচিব পরিকল্পনা-১ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আইএমইডি চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে নিজস্ব কার্যক্রমের বাইরে বর্ণিত কাজ করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে বেসলাইন এবং এন্ডলাইন সার্ভে অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করানো যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন।	কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন/ খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসলাইন ও এন্ডলাইন আসেসমেন্ট করানো যেতে পারে।	প্রকল্প পরিচালক/ ডব্লিউ এফপি

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
০২/১২/২০২০
(কাজী রওশন আক্তার)
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকাঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থা
১।	পারভীন আক্তার	মহাপরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
২।	ডঃ মহিউদ্দীন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
৩।	নাজমা মোবারক	অতিরিক্ত সচিব	অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
৪।	মোঃ মুহিবুজ্জামান	যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক	আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ,ঢাকা
৫।	এ এইচ এম কামরুজ্জামান	যুগ্মসচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬।	একে এম শামীম আক্তার	যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ,ঢাকা
৭।	নার্গিস খানম	যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮।	মোঃ মাহমুদ আলী	যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯।	মোঃশাহাদাতহোসেন	সচিবেরএকান্তসচিব	মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রনালয়, বাংলাদেশসচিবালয়,ঢাকা
১০।	মাহবুবা হাসিন	উপসচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১১।	জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ	উপসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২।	মোঃদেলোয়ার হোসেন	উপসচিব	সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
১৩।	রোকসানা আক্তার	সহকারী সচিব	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৪।	মোঃরফিকুল আলম	পরিচালক	আইএমইডি
১৫।	কামরুননাহার	উপপরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
১৬।	মোঃ আবুল কাশেম	উপপরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
১৭।	মোঃ মঞ্জুরআলম	উপপ্রকল্প পরিচালক	আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮।	আমাতুজ জোহরা	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
১৯।	পরিমল চন্দ্র দাস	হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
১৯।	মিজ মাসিং নেওয়ার	সিনিয়র প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
২০।	জনাব মোঃ নাঈমুল গনি সাইফ	প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার,	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
২১।	মিজ কাকলী চক্রবর্তী,	প্রোগ্রাম এসোসিয়েট	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

নং:৩২.০০.০০০০.০৫৭.০৬.০০৪.১৫.১২৩ তারিখ: ০৩/১২/২০২০ খ্রি:।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সদস্য (সচিব), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ভবন নং-১২, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৬. সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান উইং), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), "Investment Component for Vulnerable Group Development Programme" শীর্ষক প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. উপসচিব (উন্নয়ন-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. জনাব পরিমল চন্দ্র দাস, হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ঢাকা।
১৮. জনাব রেজাউল করিম, হেড অফ প্রোগ্রাম, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
১৯. মিজ মাসিং নেওয়ার, সিনিয়র প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
২০. জনাব মোঃ নাঈমুল গনি সাইফ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
২১. মিজ কাকলী চক্রবর্তী, প্রোগ্রাম এসোসিয়েট, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

৩/১২/২০২০

(জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭০৬৫৭

কারিগরি সহায়তায় ঃ

WFP World Food Programme

THE 2020 NOBEL PEACE PRIZE LAUREATE